(৪) চতুর্থতঃ, এমন হইতে পারে যে, **পরীক্ষণ-পাত্র ইচ্ছা করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয় না।** যেমন, বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে, চাকুরির ক্ষেত্রে ইত্যাদিতে নিজেকে বাঞ্ছনীয় প্রলক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিবার লোভে ব্যক্তি-বিশেষ কোন কোন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারে।

এই অসুবিধার প্রতিকার-কল্পে ব্যক্তি-বিশেষকে বিবিধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, পরীক্ষণ-পদ্ধতিরও এমন ভাবে সংস্কার সাধন করা যাইতে পারে যে, পরীক্ষণ-পাত্র মিথ্যা উত্তরদান করিতে পারে না বা মিথ্যা উত্তর দিলেও মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা মিনেসোটায় প্রবর্তিত 'ব্যক্তিত্বের বহুমুখিতা' পরীক্ষার পদ্ধতির কথা বলিতে পারি। ইহা Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M M P I) নামে পরিচিত। ইহাতে বহু প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং সেইগুলি স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal) উভয়বিধ ব্যক্তিগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়। যেমন, "আমি সহজেই ক্লান্তি বোধ করি" এবং "কাহারও কোন বন্ধুকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা উচিত নহে" ইত্যাদি বিষয় (items) স্বভাবী (normal) ব্যক্তি এবং বিষণ্ণতা-রোগগ্রস্ত রোগী (depressive patient) উভয়কেই দেখাইয়া ঐ বিষয়ে কিরূপ বিভিন্ন মনোভাব হইতে পারে তাহার একটা দ্বিমুখী মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বিষণ্ণতা সম্বন্ধে মানক (scale) নির্মাণের জন্য বিষাদগ্রস্ত রোগীদের উত্তরকে আদর্শ (criterion) হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।[৩২]

(৫) পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একটা **কৃত্রিম ভাব** (artificiality) থাকিয়া যায়। **এক একটি প্রলক্ষণকে অন্যান্য প্রলক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়,** কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহারা ঐরূপ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে না। যেমন, ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা (Personality Profile)-তে যদিও ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে কোন্ প্রলক্ষণ কি ভাবে আছে তাহা নির্দেশ

---

৩২ পৃঃ ৩০৪-তে বর্ণিত উড্‌ওয়ার্থ-রচিত প্রশ্নমালার মিথ্যা উত্তরদানের যে সম্ভাবনা আছে মিনেসোটা পদ্ধতিতে তাহা কমিয়া যায়। মিনেসোটা পদ্ধতিতে depression ব্যতীত Hypochondria, Hysteria, Psychopathic deviation, Paranoia, Paychaesthenia, Schizophrenia, Hypomania এবং Masculinity-femininity সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়।

করা হয়, তাহা হইলেও ঐ সব বিবিধ প্রলক্ষণ কি ভাবে একত্রে কার্য করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে একটি সামগ্রিক আকার দেয় তাহা কেবল রূপ-রেখা অনুধাবন করিয়া বুঝা কঠিন। যেমন, একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণে বিভিন্ন উপাদান (ইট, চূণ, সুরকি ইত্যাদি) কী কী পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা জানিয়া সমগ্র প্রাসাদের স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য বুঝা যায় না, অথবা একটি যন্ত্রের মধ্যে কি কি কলকব্জা আছে তাহা জানিয়া সমগ্র যন্ত্রটি কি ভাবে কার্য করে বুঝা যায় না, সেইরূপ ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের 'পরিমাণ'-এর তালিকা হইতে সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝা যায় না। (পৃঃ ২৪৫ দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরিমাপেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। পরস্পরের তুলনা করা, বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার গতি নিরূপণ ইত্যাদি ব্যাপারে পরিমাণ-পদ্ধতি যথেষ্ট আলোকপাত করে। তবে মনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য কেবলমাত্র পরিমাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন হইবে না—পরিমাণমূলক এবং গুণমূলক (quantitative and qualitative) দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করাই বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায়

চেতন ও অবচেতন স্তর

আমাদের মনের সকল অবস্থা বা ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত না থাকিলেও এমন কতকগুলি ভাব, ধারণা, অনুভূতি, ইচ্ছা আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমরা অবগত থাকি। অর্থাৎ আমাদের মনের ভিতর যেন স্তরভেদ আছে—একটি হইল চেতন-স্তর বা সংজ্ঞান-স্তর (conscious level) এবং আর একটি হইল অবচেতন-স্তর বা নির্জ্ঞান-স্তর (subconscious বা unconscious level)। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা আলোচনাকালে (পৃঃ ১০৯-১১৬) আমরা আমাদের চেতন-স্তরের উপর নির্জ্ঞান-স্তরের সম্ভাব্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি ; কিন্তু নির্জ্ঞান-স্তরের প্রভাব যাহাই হউক না কেন, মনের সম্যক্ আলোচনার জন্য চেতন-স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহও আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক, তথাকথিত সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান, চেতন ও অবচেতন-স্তরের সমন্বয়ের ফলেই মন উহার সমগ্র রূপটি ধারণ করে।

১। 'চেতনা' কাহাকে বলে ? (What is consciousness ?)

(ক) চেতনার স্বরূপ (Nature of consciousness) :

চেতনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই আলোচনা করিতে হইবে চেতনা কী বা উহার সংজ্ঞা কী হইবে। কিন্তু চেতনা একটি মৌলিক অবস্থা বলিয়া উহার কোন তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নহে ; তবে উহাকে নানা ভাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আমরা চেতনাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিতে পারি :

(১) প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে বলিতে হইবে যে, চেতনা হইল মনের সংজ্ঞান অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় মনের বাহ্য ও আন্তর ঘটনা সম্বন্ধে **অবগতি** (awareness) জন্মে।

(২) আবার চেতনাকে উহার বিপরীত অবস্থার সহিত পার্থক্য করিয়া

বুঝান যাইতে পারে ; যেমন, বলা যাইতে পারে যে, **জড়পদার্থ অচেতন,** কিন্তু **মন সচেতন**।

(৩) চেতনাকে আবার কেহ কেহ মনের সারধর্ম বলিয়া বর্ণনা করেন।[১] বিস্তার (extension) যেমন জড়পদার্থের সারধর্ম (essence), **চেতনা** সেইরূপ **মনের সারধর্ম**।

(৪) আবার উপমার সাহায্যে ইহাকে বুঝান হয়। যেমন, বলা হয় যে, চেতনা হইল **মনের আলোক**— সন্ধানী আলোক (search light)-এর সাহায্যে যেমন আমরা অন্ধকারের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিতি জানিতে পারি, সেইরূপ চেতনারূপ আলোকের সাহায্যে আমরা বিবিধ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি।

(৫) আবার চেতনার হ্রাসবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহ কেহ চেতনাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 'চেতনা হইল তাহা যাহা আমরা যতই সুষুপ্তির অবস্থায় মগ্ন হই, ততই কমিয়া যায়। ইহা হইল তাহা যাহা সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।'[২]

(খ) চেতনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of consciousness) :

চেতনার স্বরূপকে সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে হইলে ইহার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে :

(১) চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার :মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) আছে। আমাদের চেতনার মধ্যে ক্রমাগতই বিবিধ চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা একের পর এক আসিতেছে। স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় এই চেতনার স্রোত ব্যাহত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাপূর্ব অবস্থার সহিত যোগসূত্র পুনরায় স্থাপিত হয়। এইজন্য মনোবিৎ উইলিয়াম্ জেম্‌স্

১ দার্শনিক ডেকার্ত (Descartes) এই মতের অন্যতম প্রবর্তক।

২ তুলনীয় : "It is what we are when we are awake as contrasted with what we are when we sink into a profound and perfectly dreamless sleep. It is what we are less and less as we sink gradually down into dreamless sleep ; it is what we are more and more as we are slowly aroused from sleep." (Ladd, *Psychology : Descriptive and Explanatory*, p. 30.)

(William James) চেতনা-প্রবাহকে স্রোতস্বতী নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩]

আবার চেতনার এই সাধারণ প্রবাহের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ প্রবাহ (special continuity) থাকিতে পারে। যখন আমরা কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে অতিরিক্ত আগ্রহান্বিত হই, তখন আমাদের ভাবধারা, কার্যধারা, অনুভূতিরাশি ইত্যাদি সব কিছুই সাধারণতঃ ঐ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকে। যেমন, পরীক্ষার প্রাক্কালে পরীক্ষার্থীর প্রায় সকল কার্য, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি পরীক্ষায় সাফল্যলাভকে মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হয়।

(২) চেতনার মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহধারা চলা সম্ভব হইতে পারে যদি উহার মধ্যে সর্বদা কোন-না-কোন পরিবর্তন সূচিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে, চেতনা পরিবর্তনকে আশ্রয় করিয়া থাকে (*consciousness thrives on change*)। যদি চেতনার মধ্যে কোন পরিবর্তন না ঘটে—

৩ জেম্‌স্ ইহাকে ***stream of thought*** আখ্যা দিয়াছেন। (অবশ্য জেম্‌স্ এখানে 'thought' পদটি consiousness অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "I use the word thinking... ...for every form of consciousness indiscriminately.") তিনি চেতনা-প্রবাহের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন :

(ক) প্রত্যেক চিন্তাধারাই ব্যক্তি-বিশেষের অহং-জ্ঞানের অংশরূপে থাকে। ("Every thought tends to be part of a personal consciousness." "It seems as if the elementary psychic fact were not ***thought*** or ***this thought*** or ***that thought***, but ***my thought***, every thought being ***owned***.")

(খ) প্রতি ব্যক্তির আত্মচেতনার মধ্যে চিন্তাধারা সর্বদা পরিবর্তনশীল। ("Within each personal consciousness thought is always changing.")

(গ) প্রতি ব্যক্তিরই আত্মচেতনার মধ্যে চিন্তাধারার একটি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে। "Within each personal consciousness thought is sensibly continuous." "Consciousness does not appear to itself chopped up in bits." "It is nothing joined, it flows."

(ঘ) যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন, আমাদের ব্যক্তিগত চেতনার বাহিরে তাহাদের সত্তা আছে। ("It always appears to deal with objects independent of itself.")

(ঙ) বাহ্য বস্তুসমূহের বিশেষ অংশকে চেতনা নির্বাচন করিয়া লয়। "It is interested in some parts of these objects to the exclusion of others, and welcomes or rejects—***chooses*** from among them, in a word—all the while.")

(James, ***Principles of Psychology***, Vol. I, Ch. XI দ্রষ্টব্য।)

যদি ক্রমান্বয়ে আমরা একই বস্তু প্রত্যক্ষ করি, বা একই বিষয় চিন্তা করি বা ইচ্ছা করি—তাহা হইলে আমাদের যেন ঐ বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে চেতনার ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটে।[৪] এইজন্য আমাদের চেতনার বিষয়-বস্তু পরিবর্তনশীল হওয়া প্রয়োজন।

(৩) চেতনার মধ্যে একটা দ্বিধা-বিভাগ (dichotomy) আছে—যখনই আমরা কোন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকি, তখনই তাহার মধ্যে 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়' এই দুই সম্বন্ধে চেতনা থাকে। আমাদের প্রত্যেকের এই জ্ঞান থাকে যে, 'আমি জানি' এবং 'আমি অমুক বিষয় জানি'—অর্থাৎ 'অহং-জ্ঞান' (self-consciousness) এবং 'বস্তু-জ্ঞান' (object-consciousness) এই দুই ভাগে আমাদের চেতনা বিভক্ত।

(৪) আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, যুক্তি ইত্যাদি সকল কার্যেরই প্রকাশ ঘটে চেতনার মাধ্যমে।

(গ) **চেতনার আপেক্ষিকতা (Relativity of Consciousness) :**

আমরা উপরেই বলিয়াছি যে, চেতনার জন্য প্রয়োজন পরিবর্তন (change), পার্থক্য (difference) বা বৈসাদৃশ্য (contrast)। সুতরাং পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যের অভাবে 'একঘেয়েমি' (monotony) দেখা দেয় এবং চেতনা যেন ক্রমশঃ কমিয়া যায়। এইজন্য চেতনা সম্বন্ধে একটি নীতি রচিত হইয়াছে যাহাকে বলা হয় **চেতনার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Relativity of Consciousness)। এই নীতি বলে: **চেতনার সম্ভাব্যতার জন্য পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য একান্ত প্রয়োজন।**

এই নীতির তিনটি রূপ আছে; যথা:

(১) অহং সম্বন্ধে চেতনা (self-consciousness) সম্ভব হয় অহং ব্যতীত অন্য বস্তুর চেতনার (consciousness of the not-self) সহিত তুলনা বা পার্থক্যের মাধ্যমে; অর্থাৎ জ্ঞাতা (knower) ও জ্ঞেয় (known) প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞাতা

[৪] তুলনীয়: "To feel always the same thing is equivalent to feeling nothing." (এইজন্য একটানা সুরে যখন কোন শিশুর নিকট ঘুমপাড়ানি গান গাওয়া হয়, তখন ক্রমশঃ উহার ঘুম আসে।)

জ্ঞেয়-এর সহিত তুলনায় নিজেকে জ্ঞাতারূপে জানে এবং নিজের সহিত তুলনায় জ্ঞেয়কে জ্ঞেয়রূপে জানে।

(২) আবার বাহ্য জগতের কোন কিছু সম্বন্ধে যখন আমাদের অবগতি জন্মে, তখন আমাদের চেতনার প্রকার বা পরিমাণ নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহার উপর। যেমন, একই পরিমাণের শব্দ কম বা বেশী বলিয়া মনে হয় শ্রবণযন্ত্রের দোষগুণ অনুসারে, একই বস্তু স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় চক্ষুর দোষগুণানুসারে ইত্যাদি।

(৩) যদি দুইটি বিপরীত গুণ সহ-অবস্থান করে, অথবা একটির অব্যবহিত পরেই অপরটি দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ গুণদ্বয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে সংবেদন বা অনুভূতি পরস্পরের সহিত তুলনায় অধিকতর বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন, দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তির পার্শ্বে খর্বাকৃতি ব্যক্তি অধিকতর খর্ব এবং খর্বাকৃতির তুলনায় দীর্ঘদেহী অধিকতর দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়, সুন্দরের পার্শ্বে কুৎসিত অধিকতর কুৎসিত এবং কুৎসিতের পার্শ্বে সুন্দর অধিকতর সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, অন্ধকার স্থান হইতে হঠাৎ আলোকিত স্থানে আসিলে উহা অধিকতর আলোকিত এবং আলোকিত স্থান হইতে হঠাৎ অন্ধকারে আসিলে অন্ধকার অধিকতর বলিয়া বোধ হয়।[৫]

২। চেতনার ক্ষেত্র (Field of consciousness) :

চেতনার সমগ্র ক্ষেত্রে চেতনা সমপরিমাণে ব্যাপ্ত থাকে না; একটি অংশে চেতনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং ঐ কেন্দ্রের বাহিরে চেতনার পরিমাণ

৫ মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এই বিষয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। রাজা দুষ্মন্ত বল্কলধারিণী শকুন্তলাকে অবলোকন কালে বোধ করিলেন যে, মলিন বল্কলে শকুন্তলার সৌন্দর্য না কমিয়া যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে (যেমন, শৈবালের পার্শ্বে পদ্মের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, চন্দ্রের কলঙ্ক উহার সৌন্দর্য বাড়াইয়া তুলে)। কবির ভাষায় :

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

ক্রমশঃ কমিয়া যায়। চেতনার পরিমাণের এই তারতম্য অনুসারে চেতনার ক্ষেত্র (**field of consciousness**)-কে কেন্দ্র (focus) এবং প্রান্ত (**margin**) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

আমাদের চারিধারে যে সব বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি তাহাদের সকলগুলির উপর আমরা সমানভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। সুতরাং উহাদের কোন একটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, আর বাকীগুলি সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা থাকে। যেটির উপর আমরা সর্বাধিক মনঃসংযোগ করি, সেটি আমাদের চেতনার কেন্দ্র (focus)-এ অবস্থান করে, এবং অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে তখন অস্পষ্ট ধারণা (vague বা dim consciousness) থাকে সেগুলি আমাদের চেতনার প্রান্তদেশ (margin of consciousness)-এ অবস্থান করে। **চেতনার কেন্দ্র ও প্রান্তদেশের সংযোগে চেতনার ক্ষেত্র** রচিত হয়। (Focus + Margin of consciousness = Field of consciousness)।

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। পরীক্ষা গ্রহণকালে পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইতেছে—তাহার মাথার উপর আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, চারিদিকে সহ-পরীক্ষার্থীরা লিখিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পরিচালক বা গার্ডেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে ঐ পরীক্ষার্থী যে প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছে বা চিন্তা করিতেছে, তাহা তাহার চেতনার কেন্দ্র (focus)-এ অবস্থান করিতেছে বলা যায়। আর আলো, পাখা, 'গার্ড', সহ-পরীক্ষার্থী ইত্যাদি তাহার চেতনার প্রান্তদেশে আছে, কারণ ঐগুলির উপর সে বিশেষ মনঃসংযোগ করিতেছে না এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট ধারণা (vague consciousness) আছে। কিন্তু চেতনার কেন্দ্র ও প্রান্তদেশের বস্তুরা সহজেই পরস্পরের সহিত স্থান বিনিময় করিতে পারে। যেমন, বর্তমান উদাহরণে যদি হঠাৎ কোন সহ-পরীক্ষার্থী অজ্ঞান হইয়া পড়ায় অথবা কোন সহ-পরীক্ষার্থীকে পরিচালক বা গার্ড তিরস্কার করায়, অথবা কোন কারণে আলো-পাখা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের আলোচ্য পরীক্ষার্থীর মনোযোগ ঐ দিকে চলিয়া যায়, তখন ঐরূপ কোন ঘটনা তাহার চেতনার কেন্দ্রে চলিয়া আসিবে এবং পূর্বে যাহা কেন্দ্রে ছিল (অর্থাৎ, প্রশ্ন-বিশেষের উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা) তাহা সাময়িক-

ভাবে তাহার চেতনার প্রান্তে চলিয়া যাইবে। যাহা হউক, চেতনার কেন্দ্রস্থ ও প্রান্তস্থ বস্তুসমূহ মিলিয়াই চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে।[৬]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে 'মন' এবং 'চেতনার ক্ষেত্র' সমব্যাপক (co-extensive) কি না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মন চেতনা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। কারণ চেতন-স্তর বা সংজ্ঞান-স্তরের বাহিরে আছে বিরাট্ নির্জ্ঞান স্তর; এবং মন হইতেছে এই দুই স্তরের 'সংযোগ' বা সমন্বয় (অর্থাৎ সংজ্ঞান+নির্জ্ঞান=মন; Conscious+Unconscious =Mind)[৭]। সমুদ্রে ভাসমান বিরাট্ তুষারস্তূপ (avalanche)-এর যেমন প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশ উপরে থাকে এবং বাকী $\frac{৯}{১০}$ অংশ সমুদ্রের জলে নিমজ্জমান থাকে, সেইরূপ মনের অল্প 'অংশ'ই চেতন বা সংজ্ঞানস্তরে প্রকাশমান থাকে এবং বাকী 'অংশ' নির্জ্ঞান-স্তরে থাকে। [নিম্নাঙ্কিত চিত্র দ্রষ্টব্য।]

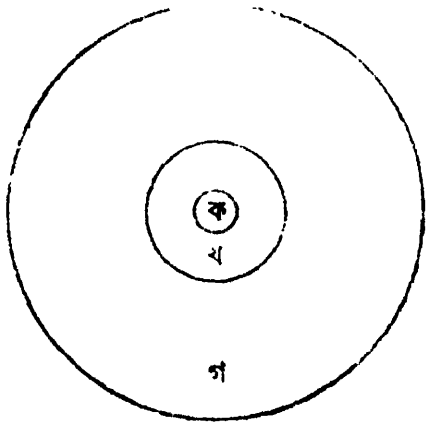

মনের স্তর-বিভাগ

উপরের চিত্রে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনের স্তর নির্দেশ করা হইয়াছে। ক=চেতনার কেন্দ্র; খ=চেতনার প্রান্ত; গ=অবচেতন বা নির্জ্ঞান। অতএব, ক+খ=চেতনার ক্ষেত্র এবং ক+খ+গ=মন।

৩। অবচেতন বা নির্জ্ঞান (The Unconscious):

আমরা দেখিলাম যে, চেতনার ক্ষেত্র মনের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন, হইতেছে যে, এই মতের সপক্ষে যুক্তি কী কী? যাহা

৬ Stout প্রমুখ লেখকেরা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট জ্ঞাততাকে 'প্রান্তবর্তী চেতনা' (marginal consciousness) আখ্যা না দিয়া 'অবচেতন' (*Sub-consciousness*) পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। Stout-এর ভাষায়: "Such *implicit awareness* is called 'sub-consciousness' as distinguished from clear or distinguishing consciousness." (*A Manual of Psychology*, p. 162.)

৭ অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে 'সংযোগ'-পদটি আঙ্কিক অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

চেতনার বাহিরে, যাহা অবচেতন বা নির্জ্ঞান,[৮] সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, অবচেতন বা নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা না করিলে আমরা চেতন বা সংজ্ঞান স্তরের অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি না। সুতরাং আমরা নির্জ্ঞানকে 'যথার্থ প্রকল্প' (valid hypothesis) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।[৯] নির্জ্ঞান-স্তর বলিতে আমরা এমনই এক স্তর বুঝি যাহা চেতনার ক্ষেত্রের বহির্ভূত, অথচ মনোরাজ্যের অন্তর্গত।

যে সমস্ত কারণে বিভিন্ন মনোবিৎ অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তরে বিশ্বাস করেন, আমরা এখানে তাহাদের উল্লেখ করিব :

(১) আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই যে, সকল উদ্দীপনই সংবেদন সৃষ্টি করে না, উদ্দীপনের তীব্রতা এক বিশেষ পরিমাণে

---

৮ পূর্বের লেখকেরা চেতনার বহির্ভূত স্তর বুঝাইবার জন্য অবচেতন বা ইংরাজি Sub-conscious পদটি ব্যবহার করিতেন। পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক্ দিয়া ইহাতে কোন ত্রুটি নাই; কারণ 'অব' (বা ইংরাজি 'sub') এই উপসর্গটি কোন কিছুর নিম্নস্থ বা অধীন যাহা তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দিক্ হইতে যাহা চেতনার নিম্নে বা বাহিরে তাহাকে অবচেতন (বা sub-conscious) বলা যাইতে পারে। তবে বর্তমানে অনেকে 'subconscious' পদটি 'অস্পষ্ট চেতনা' এই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন (পূর্ব পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। আধুনিক লেখকেরা এইজন্য 'নির্জ্ঞান' (বা unconscious) পদটি ব্যবহার করেন। অবশ্য 'unconscious' পদটি একেবারে ত্রুটিহীন নহে। যাহার চেতনা নাই (অর্থাৎ জড়) তাহাকে unconscious বলা হয়; যখন কোন কার্যের উদ্দেশ্য কর্তার নিকট জ্ঞাত নয়, বা কর্তা যাহা অন্যমনস্কভাবে করিয়াছে, তখনও unconscious পদটি ব্যবহৃত হয়, যেমন, "I did it rather unconsciously"; আবার ফ্রয়েড্-প্রমুখ্ লেখকগণ কতৃ ক মনের স্তরবিশেষ বুঝাইবার জন্য ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'The Unconscious.' (A. C. MacIntyre, *The Unconscious*, Ch. III দ্রষ্টব্য।)

[বর্তমান অধ্যায়ে 'অবচেতন'-পদটি চেতনার ক্ষেত্রে বহির্ভূত মানসিক 'স্তর-বিশেষ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।]

৯ অধ্যাপক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র নির্জ্ঞান-স্তরে বিশ্বাসের স্বপক্ষে বলিয়াছেন : "অনেক সময়ে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া এবং বিধিসঙ্গত যুক্তি, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে কারণ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। যদি কল্পিত কারণ যথেষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যতদিন না অন্য কোনও প্রতিকূল ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।...মনের নির্জ্ঞান-স্তরে বাসনা, চিন্তা প্রভৃতির অস্তিত্ব ধরিয়া লইবার এই ধরণের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।" (মনঃসমীক্ষণ, পৃঃ ১৫, ১৬)।

পৌঁছিলে তবে সংবেদনের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, উদ্দীপন ঐ ঊর্ধ্ব সীমারেখায় পৌঁছিবার পূর্বে নিশ্চয়ই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, অথচ সীমারেখার নিম্নস্থ উদ্দীপন সম্বন্ধে আমাদের কোন চেতনা ছিল না; সুতরাং মনের অবচেতন স্তরে উহাদের প্রভাবের সমাবেশ ঘটিতেছিল।[১০]

(২) স্মৃতির সম্ভাব্যতা অবচেতন স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার একটি অন্যতম প্রধান হেতু। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনেক ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। ইহাদের সবগুলি আমাদের মনে থাকে না—যেগুলি আমাদের মনে থাকে সেগুলি সম্বন্ধেও আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না; সেগুলি যেন আমাদের স্মৃতিপটে থাকে এবং প্রয়োজনমত আমরা সেগুলিকে 'পুনরুজ্জীবিত' করিতে পারি বা করিবার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, ঐ সব ঘটনা ইত্যাদির কথা আমরা সর্বদা চিন্তা করি না; অতএব ঐগুলি আমাদের সংজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমান নাই। অথচ ঐগুলি একেবারে মন হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই—যদি যাইত, তাহা হইলে তাহাদের আমরা কখনই প্রতিরূপ (images)-এর আকারে জাগরিত করিতে পারিতাম না; আবার ঐগুলি সর্বদা চেতনা বা সংজ্ঞানের ক্ষেত্রে নাই—যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সর্বদাই ঐ সম্বন্ধে অবগতি থাকিত। অতএব অনুমান করিতে হইবে যে, মনের এমন এক স্তর আছে যাহা চেতনার ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনের ভিতর এবং সেখানে উহারা প্রতিরূপের আকারে ছিল। এই স্তরকে আমরা অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তর বলিতে পারি।

(৩) মধ্যে মধ্যে ইহা দেখা যায় যে, যখন আমরা কোন কিছু স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন তাহা মনে করিতে পারি না; কিন্তু তাহার পরে হঠাৎ উহা মনে পড়িয়া যায়—আবার হয়ত' কিছুক্ষণ পরে তাহা ভুলিয়া

১০ হ্যামিলটন্ (Hamilton)-এর একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। দূর হইতে আমরা যখন সমুদ্রের গর্জন শুনিতে পাই, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, যদিও পৃথক্ পৃথক্ ঢেউ আমরা শুনিতে পাই না, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই মনের উপর (অথচ চেতনার বাহিরে কোন স্তরে) প্রভাব বিস্তার করে—নচেৎ আমরা সমুদ্রের গর্জন (যাহা বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ ঢেউ-এর সমন্বয়) শুনিতে পাইতাম না। (*Petites perceptions* সম্বন্ধে দার্শনিক লাইব্‌নিৎসের মতবাদ ইহার সহিত তুলনীয়।)

যাই। এইভাবে মনোরাজ্যে যেন স্মৃতি-বিস্মৃতির 'লুকোচুরি' চলে। যেমন, পরীক্ষার সময় একটি প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কালে অনেক চেষ্টা করিয়াও একজন পরীক্ষার্থী হয়ত' একটি বিষয় কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না, কিন্তু অপর এক প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় হয়ত' তাহা মনে পড়িল, অথবা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পরই তাহা মনে পড়িল। এইভাবে স্মৃতি-বিস্মৃতির পর্যায়ক্রমে দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে, যদি চেতনার বহির্ভূত (অথচ মনের অন্তর্ভুক্ত) কোন স্তর থাকে যেখানে বিস্মৃত বিষয়বস্তু আশ্রয় লয় এবং যেখান হইতে উহা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

(৪) যুক্তির ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে এরূপ দেখা যায় যে, আমরা কোন সচেতন প্রচেষ্টা ব্যতীতই সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করি। যেমন, ধূম দেখিবামাত্র উহার পশ্চাতে কারণভাবে অগ্নি বিদ্যমান, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লই। এরূপ ক্ষেত্রে বলিতে পারি যে, আমাদের অবচেতন স্তর যুক্তির বিভিন্ন পর্যায় দ্রুত অতিক্রম করে এবং সংজ্ঞান-স্তরে অনুমানের সকল পর্যায় বা 'অবয়ব' সম্বন্ধে বিশেষ অবগতি থাকে না।

(৫) অভ্যাসের বেলায় দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য (habitual act) করিবার কালে আমরা ঐ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত বা সচেতন থাকি না; আমরা অন্যমনস্কভাবে ঐরূপ কার্য করি। এমন কি দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য করিবার কালে উহার উপর বেশী মনঃসংযোগ করিলে উহা সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তাহা ছাড়া, দেখা যায় যে, অভ্যস্ত কার্য করিবার কালে ব্যক্তি-বিশেষ হয়ত' অন্য কোন বিষয় গল্প করিতেছে বা আলোচনা করিতেছে। যেমন, মোটর গাড়ী বা সেলাইয়ের কল চালাইবার কালে ঐরূপে কার্যে যে অভ্যস্ত, সে অনায়াসেই অন্য বিষয় গল্প বা আলোচনা করিতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, মনের অবচেতন-স্তর অভ্যাসলব্ধ কার্য করিয়া যায় এবং চেতন-স্তর অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে।

(৬) কখনও কখনও এরূপ হয় যে, আমরা অন্যমনস্কভাবে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু তখন উহা আমাদের চেতন-স্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; অথচ উহা আমাদের অবচেতন-স্তরে রেখাপাত করিয়াছে। যেমন, একজনের হয়ত' কোন জিনিষ হারাইয়া

গিয়াছে; সে জাগ্রত অবস্থায় উহা মনে করিতে পারিল না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যেন দেখিল যে, উহা 'অমুক' স্থানে আছে এবং বাস্তবিকই উহা সেখানে পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে, ঐ ব্যক্তির চেতন-স্তর ঐ বস্তুকে না দেখিলেও তাহার অবচেতন-স্তর উহা "লক্ষ্য" করিয়াছিল।[১১]

(৭) কাহারও কাহারও স্বপ্নচারিতা (somnambulism) রোগ থাকে। ইহারা স্বপ্নাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায় বা অন্য কার্য করে। কেহ কেহ আবার সুন্দর কাব্য রচনা বা অন্য কোন সাহিত্য রচনা করে।[১২] অথচ নিদ্রাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ তথাকথিত জাগ্রত অবস্থাতেও স্বতঃক্রিয়ভাবে কার্য করে—ইহাকে স্বতঃ-ক্রিয়তা (automatism) বলে; অথচ ঐরূপ কার্য কেন করিল বা কে করিল স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা বলিতে পারে না (পৃঃ ২৭৮-৭৯)। ইহার কারণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিষঙ্গাবস্থা (dissociation) ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের প্রধান অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা মনের অবচেতন বা নির্জ্ঞান-স্তর হইতে কার্য করে।

(৮) সংবেশন (hypnotism)-এর ফলে দেখা যায় যে, যে সব ঘটনা ব্যক্তি-বিশেষ কোন ক্রমেই চেতনাবস্থায় মনে করিতে পারে না সেইরূপ ঘটনা সংবিষ্ট অবস্থায় (hypnotized state-এ) স্মরণ করিতে পারে। এমন দেখা গিয়াছে যে, সংবিষ্ট ব্যক্তি অতি শৈশব অবস্থার (যেমন, ২।১ বৎসর বয়সের) কোন ঘটনা হয়ত' স্মরণ করিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এইসব ঘটনার স্মৃতি নির্জ্ঞানের কোন গভীর স্তরে যেন নিমজ্জিত ছিল। আবার সংবিষ্ট অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ যাহা করে, তাহা

---

১১ তুলনীয়: "A man who has lost a valuable article may dream that he sees it in a certain place where later it actually proves to be. The presumption is that the dream is based on a disposition left by an actual perception. But had he consciously observed the object in this place, he would have been sufficiently interested to have removed it to safety. If he had seen it there at all, he must have done so 'unconsciously." (Stout, *A Manual of Psychology*, p. 29.)

১২ শুনা যায় যে, Paganini তাঁহার *Sonata du Diable* এবং Coleridge তাঁহার *Kubla Khan* নিদ্রাকালে রচনা করিয়াছিলেন।

জাগ্রত অবস্থায় সে স্মরণ করিতে পারে না; অথচ পুনরায় সংবিষ্ট হইলে সে উহা স্মরণ করিতে পারে।

আবার নির্জ্ঞান-স্তরের কল্পনা ব্যতীত সংবেশনোত্তর অভিভাবন (post-hypnotic suggestion)-এর ফলে কৃত কার্যের ব্যাখ্যা করা কঠিন। সংবেশনকালে সংবেশক সংবিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপ 'আদেশ' দিতে পারেন যে, সংবেশনোত্তর কোন এক সময় তিনি যেন একটি বিশেষ কার্য করেন। দেখা গিয়াছে, সংবিষ্ট ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে 'আদিষ্ট' কার্যটি করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেমন, সংবেশক হয়ত' আদেশ দিলেন যে, তখন হইতে ৮ ঘণ্টা বাদে সংবিষ্ট ব্যক্তি যেন কোন একটি বিশেষ বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান; তাহার পর সংবিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিয়া দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময় আগতপ্রায় হইলে দেখা যাইবে যে, 'আদিষ্ট' কার্য করিবার জন্য ঐ ব্যক্তির মনে বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মাইতেছে এবং যদি সুবিধা পান, তাহা হইলে ঠিক ঐ বাগানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইবেন (এমন কি গভীর রাত্রি হইলেও তাহা করিবেন)। কিন্তু যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তিনি কেন বেড়াইতেছেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত কারণ (অর্থাৎ সংবেশকের আদেশ) স্মরণ করিতে পারিবেন না, এবং অন্য কাল্পনিক 'কারণ' বলিবেন। এক্ষেত্রে স্বতঃই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'জাগ্রতাবস্থায়' নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির মনের কোন বিশেষ স্তর (যাহা অবশ্যই সংজ্ঞান-স্তর হইতে পারে না) অজ্ঞাতসারে সংবেশকের আদেশের কথা স্মরণ করিয়া সময়ের হিসাব রাখিয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছিল[১৩] এবং ঐ বিশেষ স্তরকে নির্জ্ঞান-স্তর বলা যায়।

(৯) ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ প্রচারিত হইবার পর হইতেই মনোবিদ্যার

১৩ যদি সংবেশন গভীর হয় এবং সংবেশক ও সংবিষ্টের মধ্যে সম্বন্ধ (rapport) নিবিড় হয়, তাহা হইলেই সংবেশনোত্তর অভিভাবনের প্রভাবে সংবিষ্ট ব্যক্তি 'আদিষ্ট' কার্য করিতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) এই প্রকার কার্যের ব্যাখ্যা দান কালে বলিয়াছেন: "……in all (such) cases whatever the method of calculation or counting or recording, the intellectual operation was carried on *subconsciously* so far as these experienced and cautious experimenters could ascertain." (*Outline of Abnormal Psychology*, p. 98.) এই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের পৃঃ ৯৪-৯৭ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যে নির্জ্ঞান-স্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে।[১৪] মনোজগতের অনেক ঘটনাকে পূর্বে মনোবিদ্‌গণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, তাই উহাদের অনেক সময় আকস্মিক বলিয়া অভিহিত করা হইত। ফ্রয়েড্‌ কিন্তু দেখান যে, জড়-জগতে যেমন কোন ঘটনা কারণবিহীনভাবে ঘটে না, সেইরূপ মনোজগতেও কোন কিছু আকস্মিকভাবে ঘটে না। তিনি বলেন যে, সংজ্ঞানকে মনের সহিত সমব্যাপক বলিয়া মনে করার জন্যই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সংজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মনের ব্যাপকতা। যে সব মানসিক ঘটনাকে আপাতদৃষ্টিতে কারণবিহীন বলিয়া মনে হয়, মনের নির্জ্ঞান-স্তরে তাহাদের কারণ লুক্কায়িত থাকে। আমাদের যে সকল বাসনা বাহ্য জগতে পরিপূরিত হয় না, মনের নির্জ্ঞান-স্তরে থাকিয়া তাহারা আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অজ্ঞাত বা গোপন প্রেষণা (unconscious motivation) হিসাবে কার্য করে।[১৫]

(ক) আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করি—কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানের নাম ভুলিয়া যাই, কোন বিশেষ কার্য করিতে ভুলিয়া যাই, যে কথা যেখানে বলিতে হইবে, তাহা না বলিয়া অন্য কথা বলিয়া ফেলি ইত্যাদি। এগুলি ফ্রয়েডের মতে মোটেই আকস্মিক নহে। ইহাদের কারণ নির্জ্ঞান-

১৪ প্রাক্‌-ফ্রয়েডীয় যুগে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের আলোচনার সহিত ফ্রয়েডের মতের সাদৃশ্য আছে তাঁহাদের অন্যতম হইলেন হার্‌বার্ট (Herbart)। তবে এই দুইজনের মতের পার্থক্যও আছে। হার্‌বার্ট ফ্রয়েডের ন্যায় রোগি-পরীক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁহার মনোবিদ্যা গড়িয়া তুলেন নাই, হারবার্টের মতবাদে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য ; কিন্তু ফ্রয়েডের রচনায় ইচ্ছার উপর প্রাধান্য। দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ সাধারণ চেতন অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য হারবার্ট নির্জ্ঞান সম্বন্ধে অনুমান করেন, কিন্তু ফ্রয়েড্‌ মানসিক রোগের লক্ষণ, সাধারণ ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য নির্জ্ঞান কল্পনা করেন।

১৫ ফ্রয়েড সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ব্যতীত আর একটি মধ্যবর্তী স্তরের কল্পনা করিয়াছেন—ফ্রয়েড্‌ ইহার নাম দিয়াছেন 'আসংজ্ঞান'-স্তর (pre-conscious)। [পৃঃ ১১২ দ্রষ্টব্য।] "যে সমস্ত ঘটনার কথা ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই পুনরায় সংজ্ঞানে আনিতে পারা যায়, সেগুলি মনের দ্বিতীয় স্তরে আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। এই দ্বিতীয় স্তরের নাম আসংজ্ঞান।" (ডাঃ মিত্র, "মনঃসমীক্ষণ", পৃঃ ১২)।

স্তরে সুপ্ত থাকে। যে বিষয় আমরা ভুল করি, তাহা ভুল করিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই আমরা ভুল করি। যেমন, ফ্রয়েড্ হঠাৎ এক অতি পরিচিত রোগীর নাম ভুলিয়া গেলেন; অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, তিনি রোগীকে এমন এক ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়াছিলেন যাহা তাঁহার দেওয়া উচিত হয় নাই। তিনি এই লজ্জাকর ঘটনাটি ভুলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ রোগীর নাম ভুলিয়া যান।

(খ) বিবিধ মানসিক রোগের লক্ষণগুলির মধ্য দিয়া রোগী তাহার অপূরিত এবং অবদমিত বাসনাগুলিকে 'সাঙ্কেতিক উপায়ে' (symbolic manner-এ) তৃপ্ত করিবার পথ খুঁজে।

(গ) স্বপ্নে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহাও একেবারে অসার বা অলীক নহে। ফ্রয়েড্ স্বপ্নের 'ব্যক্ত অংশ' (manifest content)-এর পশ্চাতে যে সব 'অব্যক্ত অংশ' (latent content) আছে তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে দেখা যায় যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিরূপগুলি হইল অপূরিত (এবং মানবসমাজে সম্ভবতঃ অপূরণীয়) বাসনার প্রকাশক।

এই সব অপূরিত বাসনাগুলির একটি আধারের বা আবাসের (habitat) প্রয়োজন; নির্জ্ঞানই হইল এই সব অবদমিত এবং অপূরিত বাসনাসমূহের আধার (পৃঃ ১১২-তে প্রদত্ত রেখাঙ্কন দ্রষ্টব্য)।[১৬] এই নির্জ্ঞান হইল আমাদের জীবনের সকল কার্যের মূল এবং আদি উৎস। যেহেতু ইহা শৈশবাবস্থার অপূর্ণ এবং অবদমিত সকল বাসনার আধার, সেই হেতু ইহারই মাধ্যমে শৈশব এবং পরিণত বয়সের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং শৈশবাবস্থা পরিণত বয়সেও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে (পৃঃ ২৯১-২৯৩ দ্রষ্টব্য)।

---

১৬ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া ম্যাক্‌ইনটায়ার (MacIntyre) বলেন: ".....in dreams and psychoneurotic behaviour we find modes of expression and types of action which can only be explained on the supposition that, as well as our conscious mental activity and what is not but can be readily made available in the form of conscious mental activity, there is a realm of unconscious mental activity where ideas charged with psychical energy combine and substitute for one another in a variety of ways." (*The Unconscious*, p. 37.)

অনেক মনোবিৎ নির্জ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। যেমন, য়ুঙ্গ্ ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান ব্যতীত জাতিগত নির্জ্ঞান কল্পনা করেন, ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি (পৃঃ ১২৬)।

যাহা হউক, নির্জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বর্তমান কালে কেহই আমাদের মনের উপর নির্জ্ঞানের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন না।[১৭]

১৭ আমরা উপরে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় এবং ফ্রয়েড্-উত্তরকালের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি। তবে প্রাক্-ফ্রয়েডীয় যুগের লেখকদের রচনাতেও নির্জ্ঞান ও অবচেতন স্তর সম্বন্ধে আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) দার্শনিক লাইব্নিৎস্ মনে করিতেন যে, অনেক সময় মৃদু উদ্দীপক (petit perception) আমাদের চেতন স্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অথচ তাহাদের যখন সমাবেশ ঘটে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মৃদু উদ্দীপকগুলির পৃথক্ পৃথক্ প্রভাব নিশ্চয় অবচেতন বা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে। (পৃঃ ৩৩১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(২) হারবার্টের রচনায় নির্জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মতবাদ আর একটু পরিপুষ্ট হয়। তিনি বলিতেন যে, মনের ভিতর এমন কতকগুলি ভাব (ideas) থাকিতে পারে যাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা ঘটিতে পারে; কিন্তু এই বিরোধের ফলে যে সকল ভাব বা ধারণা পরাজিত হয়, তাহারা মনোরাজ্য হইতে একেবারে বিদায় লয় না, বরং সর্বদাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্তরে উঠিবার চেষ্টা করে।

(৩) হ্যামিলটনও 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে নির্জ্ঞানের সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থার (latency) তিনটি প্রকারভেদ করেন। তিনি বলেন যে, মনের এমন অবস্থা থাকিতে পারে যে সম্বন্ধে আমরা মোটেই অবহিত নহি, অথচ উহা সর্বদা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৪) ফন্ হার্ট্মান্ (Von Hartmann)-এর রচনাতেও 'নির্জ্ঞান' পদের প্রচুর উল্লেখ আছে। তিনি অনুভূতি, চিন্তা, কার্য সকল ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞানের প্রভাবকে স্বীকার করিতেন।

(৫) তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগের প্রারম্ভে শারকো (Charcot), জানে (Janet), প্রিন্স্ (Prince) ইত্যাদিও নির্জ্ঞানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

[C. S. Spearman, *Psychology Down the Ages*, Vol. I, pp. 371-77 দ্রষ্টব্য।]

একাদশ অধ্যায়

প্রতিক্রিয়া

আমরা মনোবিদ্যাকে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়া সংজ্ঞাদান করিয়াছি। অতঃপর আমরা বিবিধ ক্রিয়া বা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। আমরা যে সকল কার্য করি তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে সাধিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রতিক্রিয়া (**reaction**)-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time) :

(১) 'প্রতিক্রিয়া' কাহাকে বলে ? (What is Reaction ?)—

রাস্তায় পথ চলিতে চলিতে মোটর গাড়ীর হর্ণ শুনিয়া আমরা চলন্ত গাড়ীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাই ; মোটর চালক ট্রাফিক্ সিগ্‌ন্যালে লাল আলোক দেখিলে গাড়ী থামাইয়া ফেলে ; ক্লাসে অধ্যাপক 'রেজিষ্টার' হইতে 'রোল নম্বর' ডাকিয়া যাইতে থাকিলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যুত্তর দেয় ; রেডিওতে সময় সঙ্কেত শুনিলে আমরা ঘড়ি মিলাইয়া লই ; কোন গরম জিনিষের সংস্পর্শে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লই ইত্যাদি। এই সব বিবিধ কার্যকে প্রতিক্রিয়া (reaction) বলা হয়। **কোন এক (বা একাধিক) উদ্দীপকের সংস্পর্শে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ আসিলে উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য বা পরিহার করিবার জন্য বা উহার দ্বারা নির্দিষ্ট কোন 'আদেশ' পালন করিবার জন্য বিবিধ প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়।**

প্রতিক্রিয়া আবার **শিক্ষা-নিরপেক্ষ** (unlearned) এবং **শিক্ষালব্ধ** (learned) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। মোটর গাড়ীর চালক কোন আলোর সঙ্কেত দেখিয়া গাড়ী থামান-রূপ যে প্রতিক্রিয়া করেন, বা ক্লাসে ছাত্রেরা 'রোল নম্বর' শুনিয়া যে প্রত্যুত্তর দেয়, কোন পরিচিত ব্যক্তি করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইলে আমরা যে হাত বাড়াইয়া দিই, তাহা হইল শিক্ষালব্ধ (learned)। শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়া যে উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্রই সর্বদা হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই (যেমন, 'রোল নম্বর' শুনিবামাত্র সকল ছাত্রছাত্রী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় না, বা লাল আলো

দেখিবামাত্র সকল চালক গাড়ী নাও থামাইতে পারে)। তবে একইরূপ উদ্দীপক প্রয়োগে একই রূপ প্রতিক্রিয়া বার বার করিলে উহা কতকটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং স্বতঃক্রিয়ভাবে (automatically) উহা সাধিত হয়।

অপরপক্ষে, গরম জিনিষে হাত লাগিলে যখন আমরা হাত তৎক্ষণাৎ সরাইয়া লই বা চক্ষুর উপর তীব্র আলোক পড়িলে চক্ষু বুজিয়া ফেলি, তখন উহা হইল শিক্ষা-নিরপেক্ষ বা সহজাত প্রতিক্রিয়া।[১]

(২) 'প্রতিক্রিয়া-কাল' কাহাকে বলে? (What is Reaction-time?):

উদ্দীপকের প্রয়োগ ঘটিলেই আমরা সেই একই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া করি না। **উদ্দীপকের প্রয়োগ এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে। প্রতিক্রিয়া-কাল বলিতে সময়ের এই ব্যবধানকে বুঝায়।**[২]

প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য বা তারতম্য নানা কারণে ঘটিতে পারে; যথা—

(ক) **ব্যক্তিগত পার্থক্য** অনুসারে—সকল ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমান নহে। সুতরাং একই উদ্দীপকজনিত প্রতিক্রিয়া-কাল বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হয়।

(খ) **উদ্দীপকের গুণগত পার্থক্য** অনুসারে—একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। (যেমন, আলোক সংবেদনের ফলে প্রতিক্রিয়ার যে সময় লাগিবে, উত্তাপ-সংবেদনের ফলে প্রতিক্রিয়ার জন্য সেইরূপ সময় নাও লাগিতে পারে)।

(গ) একই **উদ্দীপকের তীব্রতা** (intensity) বা **ব্যাপকতা** (duration)-এর পার্থক্য অনুসারে—ক্ষীণ আলোক-রূপ উদ্দীপকজনিত

---

১ 'প্রতিক্রিয়া' পদটি ব্যাপক অর্থে ধরিলে 'কোন কিছুর প্রত্যুত্তরে যে কোন ক্রিয়া' ইহা বুঝাইবে। সুতরাং একমাস পূর্বে আমার বন্ধু যে চিঠি দিয়াছিল, আজ যদি তাহার উত্তর দিতে যাই, তাহাকেও ব্যাপক অর্থে 'প্রতিক্রিয়া' বলা চলে। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে 'প্রতিক্রিয়া' পদটি এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিব না। 'উদ্দীপক' প্রয়োগের পর অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, আমরা বর্তমানে তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

২ প্রতিক্রিয়া-কাল লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইবার ইতিহাস এইরূপ। ১৭৯৫ সালে গ্রীণউইচের পর্যবেক্ষণশালায় (observatory-তে) এক সহকারীর উপর ভার ছিল কখন নক্ষত্র মধ্যরেখা

প্রতিক্রিয়া করিতে যে সময় লাগিবে তীব্র আলোকরূপ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করিতে ঠিক সেইরূপ সময় লাগিবে না।

(ঘ) **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপন-স্থানের পার্থক্য** অনুসারে—যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষিপট (retina)-এর কেন্দ্র (fovea centralis) উদ্দীপিত হইলে প্রতিক্রিয়ার যে সময় লাগিবে, কেন্দ্র হইতে দূরবর্তী বিন্দু উদ্দীপিত হইলে সেই সময় লাগিবে না।

(ঙ) **প্রতিক্রিয়াকারীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে**—ক্লান্তি, মাদকদ্রব্য সেবনের ফলজনিত অবসাদ বা উত্তেজনা, শাস্তির ভয়, প্ররোচকের আশা ইত্যাদি কারণে প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য ঘটে।

(৩) প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপের পদ্ধতি (Method of measuring Reaction-Time):

পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ একটি সরল পদ্ধতিতে শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপ করা হয়।

পরীক্ষণ-পাত্র (subject of experiment) একটি 'বৈদ্যুতিক যোজক' (electric key)-কে চাপিয়া সাধারণতঃ তাঁহার তর্জনী অঙ্গুলিটি রাখেন। তাঁহাকে বলা থাকে যে, একটি বিশেষ সঙ্কেত (signal) বা উদ্দীপক (stimulus), যথা, আলোক, প্রত্যক্ষমাত্র তিনি 'যোজক' হইতে অঙ্গুলিটি তুলিয়া লইবেন। যদি আলোক-কে উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পরীক্ষক একটি যোজক (key বা switch) টিপিবামাত্র আলো

(meridian) অতিক্রম করিয়া যায় তাহা দেখিবার; কিন্তু তিনি যে সময়ের নির্দেশ লিখিতেন, তাহাতে প্রায়ই ভুল হইত (ইহাকে 'personal equation'-জনিত ভুল বলা হইত)। এইজন্য তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হয়।

পরে ১৮২২ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ্ বেস্‌সেল্ (Bessel) একটি তুলনামূলক তালিকা প্রণয়ন করিয়া দেখান যে, নক্ষত্রের 'অতিক্রমণ-পথ' লক্ষ্য করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার জন্য কেহই একই সময়ের উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না।

১৮৫০ সালে হেলম্‌হোলৎস্ (Helmholtz) এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি ক্রিয়াবাহী স্নায়ুপথ (motor-nerve)-এ শক্তি পরিবহনে কত সময় লাগে তাহা লইয়া গবেষণা করেন এবং পরে অন্তর্মুখী স্নায়ু লইয়াও আলোচনা করেন।

ভুণ্ডটের গবেষণাগারেও এবিষয় পরীক্ষণ চালান হয়। এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেন ক্যাটেল্ (Cattell) ও ডোলি (Dolley)।

জলিয়া উঠিবে এবং পরীক্ষণ-পাত্র উহা দর্শনমাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন (অর্থাৎ অঙ্গুলি তুলিয়া লইবেন)। এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, আলোকের 'যোজক' (key) টিপিবামাত্র সময়-পরিমাপক একটি কালদৃক্ যন্ত্র (chronoscope) চলিতে থাকিবে এবং পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যোজক হইতে অঙ্গুলি তুলিয়া লইবামাত্র সময়-পরিমাপক যন্ত্রটি থামিয়া যাইবে। সুতরাং কালদৃকের সাহায্যে পরীক্ষক প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপ করিতে পারেন। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

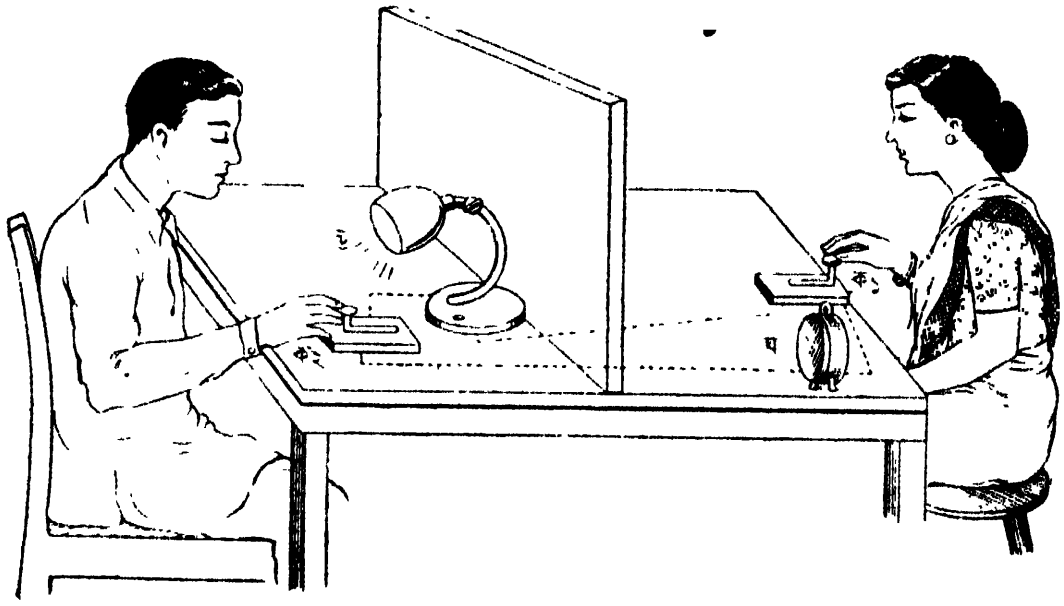

১নং চিত্র

প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে পরীক্ষণ।

ক১=উদ্দীপক প্রদানকারীর যোজক (key) ;
ক২=প্রতিক্রিয়াকারীর যোজক ;
উ=উদ্দীপক ;
ঘ =কালদৃক্ যন্ত্র বা বিরাম ঘড়ি।

সময় পরিমাপের জন্য সাধারণ বিরাম-ঘড়ি (stop-watch) অথবা বৈদ্যুতিক কালদৃক্ ব্যবহার করা যাইতে পারে।[৩] বিরাম-ঘড়িতে সময় মাপিবার একক হইল $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড এবং কালদৃক্ যন্ত্রের একক হইল ·০০১ সেকেণ্ড বা $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড। পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা কালদৃক্-যন্ত্র-নির্দিষ্ট 'একক'-কে অর্থাৎ ·০০১ সেকেণ্ড-কে '1$_{\text{o}}$'-দ্বারা প্রকাশ করেন। তবে এই চিহ্ন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অনেক আধুনিক লেখক কাল-

৩ সাধারণতঃ Hipp Chronoscope, Bergstorm Chronoscope এবং Dunlop Chronoscope ব্যবহার করা হয়।

দৃকের একক-কে **মিলিসেকেণ্ড** (millisecond, সংক্ষেপে ms.) বলেন—১ মিলিসেকেণ্ড = ·০০১ সেকেণ্ড এবং ১০০ মিলিসেকেণ্ড = ·১০০ সেকেণ্ড।

(৪) প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা (Different kinds of reaction test) :

আমরা উপরে প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় যে পরীক্ষার কথা বলিলাম, উহা হইল **'সরল প্রতিক্রিয়া'** (**simple reaction**) সম্বন্ধীয় পরীক্ষা।

ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের পরীক্ষা হইতে পারে। ইহাদের **জটিল বা যৌগিক প্রতিক্রিয়া** (Compound Reaction)-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ বলা হয়।

(ক) **'বিনিশ্চয়তা প্রতিক্রিয়া' (Discrimination Reaction) :** পরীক্ষণ-পাত্রকে দুইটি উদ্দীপক (যথা, দুইটি বিভিন্ন রঙের আলোক) পর পর দেখান হয় এবং তাঁহাকে বলা হয় যে, তিনি যেন একটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করেন এবং অপরটির ক্ষেত্রে কিছু না করেন।

(খ) **'নির্বাচন প্রতিক্রিয়া'** (Choice Reaction) : পরীক্ষণ-পাত্রের সম্মুখে দুইটি 'যোজক' (key) থাকে এবং প্রতি হস্তের একটি আঙ্গুলি দ্বারা এক একটি যোজককে চাপিয়া রাখিতে বলা হয়। তাহার পর তাঁহাকে দুইটি পৃথক্ উদ্দীপক (যেমন, লাল ও সবুজ রঙের আলোক) প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, একটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে (যেমন, লাল আলো দেখিলে) দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া এবং অপর উদ্দীপক (যেমন, সবুজ আলো দেখিলে) বাম হস্ত তুলিয়া তিনি যেন প্রতিক্রিয়া করেন।

(গ) **অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া** (Associative Reaction) : পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন একটি বিশেষ পদ (word) দেখাইয়া উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে কোন পদ বা সমার্থক পদ বা বিপরীত পদ অথবা অন্য কোন বিশেষ পদ বলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। (পৃঃ ৩০৮ ও ৩৪৬ দ্রষ্টব্য)।

২। ক্যাটেল্-পরিচালিত পরীক্ষণ (Cattell's Experiments) :

(ক) সরল প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য :

প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে ক্যাটেল্ এবং তাঁহার সহকর্মিগণ বিবিধ পরীক্ষণ চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা সরল প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য কিভাবে এবং কেন ঘটে তাহা লইয়া অনুসন্ধান করেন। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৩৩৯-৪০) লক্ষ্য করিয়াছি যে, নানা কারণে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটিতে

পারে। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে ক্যাটেল্-পরিচালিত পরীক্ষণের ফলাফল উল্লেখ করিব :

(১) **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় (sense-organ)-এর পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে।** ক্যাটেল্ ও তাঁহার সম্প্রদায় এই বিষয়ে পরীক্ষণের ফলে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করেন :

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়			প্রতিক্রিয়া-কাল (মিলিসেকেণ্ডে প্রদত্ত)
চক্ষু	...	...	১৫০—২০০
কর্ণ	...	...	১২০—১৬০
জিহ্বা	...	...	৩০০—১,০০০
নাসিকা	...	...	২০০—৮০০
চর্ম — ব্যথন-বিন্দু	...	...	৪০০—১,০০০
চর্ম — স্পর্শ-বিন্দু	...	...	১১০—১৬০
চর্ম — শৈত্য	...	...	১৫০
চর্ম — উত্তাপ	...	...	১৮০

(২) **উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতা (intensity), উদ্দীপনের স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য ঘটে।** ক্যাটেলের নির্দেশে ফ্রোয়েবের্গ (Froeberg) বিভিন্ন পরিমাণের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট আলোক লইয়া পরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতা কমিতে থাকিলে প্রতিক্রিয়া-কাল বাড়িতে থাকে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফল এইরূপ :

মাঝারি উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট আলোকের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৯১ মিলি সেঃ
উহার $\frac{১}{২}$,, ,, ,, ,, ১৯১+৩ ,, ,,
উহার $\frac{১}{১০}$,, ,, ,, ,, ১৯১+১৭ ,, ,,

শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শব্দের তীক্ষ্ণতা কমিবার সহিত সমান হারে প্রতিক্রিয়া-কাল ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।

(৩) **প্ররোচক, শান্তি, মাদকদ্রব্য সেবন, বয়সের প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য ঘটে।**

সুখ্যাতি, উৎসাহ ইত্যাদির ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ৮ মিলি সেকেণ্ড বাড়িয়া যায়। শাস্তির ভয় দেখাইলে (যেমন, ঠিক সময়ের ভিতর প্রতিক্রিয়া করিতে না পারিলে 'ইলেক্‌ট্রিক শক্' দেওয়া হইবে) প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ মিঃ সেঃ দ্রুততর হইবে। চা, কফি, এবং অল্প পরিমাণ মদ্য প্রতিক্রিয়া-কাল কমাইয়া দেয়। শৈশব ও বার্ধক্যের তারতম্যে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে।

(৪) **সাধন** (practice), **মনোযোগ** (attention), **বিক্ষেপ** (distraction) **এবং ক্লান্তির** (fatigue) **ফলে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে।**

কোন বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করিবার প্রাক্কালে যে প্রতিক্রিয়া-কাল থাকে, সাধনের ফলে তাহা কমিয়া যায়; তবে একবার অভ্যস্ত হইয়া যাইলে সাধনের ফলে আর কোন তারতম্য ঘটে না।

অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ার উপর ক্লান্তির বিশেষ প্রভাব নাই। ক্যাটেল্ এক পরীক্ষণ-পাত্রকে দিয়া সমস্ত দিন প্রতিক্রিয়া করাইয়াও প্রতিক্রিয়া-কালের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন নাই।

বিবিধ প্রকার মানসিক বিক্ষেপের ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল বাড়িয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, প্রতিক্রিয়া কালে মেট্রোনোম্ বাজাইয়া শব্দ করিলে প্রতিক্রিয়া-কাল ২ হইতে ১০ মিলি সেঃ বাড়িয়া যায়। প্রতিক্রিয়া-কালে পরীক্ষণ-পাত্রকে মনে মনে দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ দিতে বলিলে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ হইতে ৩০ মিলি সেঃ বাড়িয়া যায়। সেইরূপ মনোযোগের পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে।

(৫) **প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কালের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া কালের তারতম্য ঘটে।** প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল (foreperiod) বলিতে বুঝায় পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রকে 'প্রস্তুত' থাকিতে যখন নির্দেশ দেন (যেমন, 'Ready' বা অনুরূপ কিছু বলেন) তখন হইতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান। যখন প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল নিতান্ত কম থাকে (যেমন, ১ সেকেণ্ড), তখন উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইতে পারে; আবার যখন উহা 'অত্যন্ত দীর্ঘ' (প্রায় ১০ সেকেণ্ড) হয়, তখন প্রস্তুতির প্রভাব কাটিয়া যায় এবং ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইতে পারে।

(খ) প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রতিন্যাস (attitude)-এর ফল :

পরীক্ষণ-পাত্রের মনোযোগের বিষয়-বস্তুর তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়াকালের তারতম্য ঘটিতে পারে কি না সে সম্বন্ধেও ক্যাটেল্ পরীক্ষণ চালাইয়া ছিলেন। এ ক্ষেত্রে মনোযোগের বিষয়-বস্তুটি হইতে পারে উদ্দীপক অথবা প্রতিক্রিয়া।

ক্যাটেলের পরীক্ষণের পূর্বে কেহ কেহ মনে করিতেন যে, যদি পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপকের উপর মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হইবে; কিন্তু তিনি যদি যে বিশেষ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে তাহার উপর মনঃসংযোগ করেন তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইবে। মনোবিৎ লাঙ্গে (Lange) এই মত পোষণ করিতেন—তিনি প্রথমটিকে 'সংবেদন-জাত প্রতিক্রিয়া' (sensorial reaction) এবং দ্বিতীয়টিকে 'পেশী-সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া' (muscular reaction) বলিতেন।

লাঙ্গের এই মতবাদকে বল্ড্উইন্ (Baldwin) ইত্যাদি পরিহার করেন। বল্ড উইন্ ইত্যাদি বলিতেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ আছে—একদল সংবেদন-জাতিরূপের (sensorial type) অন্তর্ভুক্ত এবং অপরদল ক্রিয়াশীল-জাতিরূপের (motor type) অন্তর্ভুক্ত। যে সকল পরীক্ষণ-পাত্র প্রথম দলভুক্ত তাঁহারা উদ্দীপকের উপর মনঃসংযোগ করিলে প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইবে; যাঁহারা দ্বিতীয় দলভুক্ত, তাঁহারা যদি প্রতিক্রিয়ারূপ কার্যটির উপর মনোযোগ দেন, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া দ্রুততর হইবে।

ক্যাটেল্ এই দুই প্রকার মতবাদই পরিত্যাগ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, অভ্যস্ত পরীক্ষণ-পাত্রদের ক্ষেত্রে সংবেদনজ এবং পেশীজ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া-কালের কোন প্রভেদ ঘটে না। যাঁহারা নূতন প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস করেন, তাঁহারা সংবেদন অথবা পেশীর ক্রিয়া কোন্‌টির উপর মনঃসংযোগ করিবেন, তাহা নির্ভর করে পরীক্ষকের নির্দেশের উপর এবং পরীক্ষণ-পাত্রের পূর্বতন শিক্ষার উপর।

(গ) প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যাখ্যা :

প্রতিক্রিয়া কিভাবে সাধিত হয়, তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া ক্যাটেল্ যে মত দিয়াছিলেন তাহার সহিত ভুণ্ড্টের মতের পার্থক্য আছে।

ভুণ্ড্‌ট্‌ বলেন যে, সমগ্র প্রতিক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা তিনটি অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া যায় :

(১) উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ, (২) সংপ্রত্যক্ষ (apperception), অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), এবং (৩) ইচ্ছা (will)।

ক্যাটেল্‌ বলেন যে, এই বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার দৃষ্টি হইতে যথাযথ নহে। তাঁহার মতে সংপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যভিজ্ঞা আসে প্রতিক্রিয়ার পরে এবং ইচ্ছা থাকে প্রতিক্রিয়ার পূর্বে (যখন প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি—'set' বা preparation—চলে)। সুতরাং ভুণ্ড্‌ট্‌ এই দুইটিকে প্রতিক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভুল করিয়াছেন, ইহাই ক্যাটেলের অভিমত।[৪]

(ঘ) অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া (Associative Reaction) :

অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ক্যাটেল্‌ বহু মূল্যবান্‌ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১) তিনি একটি পদ্ধতিতে কোন বস্তুর 'সমগ্রত্ব'-জ্ঞাপক শব্দ দিয়া উহার কোন 'অংশ'-জ্ঞাপক শব্দ 'প্রতিক্রিয়া' হিসাবে পরীক্ষণ-পাত্রকে বলিতে নির্দেশ দিতেন এবং উহার বিপরীত পদ্ধতিও (অর্থাৎ, অংশ→সমগ্র) অবলম্বন করিতেন, এবং পরে এই উভয় প্রকার পদ্ধতির ফলাফলের তুলনা করিতেন। যথা :—

'সমগ্র' হইতে 'অংশ' :

'ঘর' → 'দরজা', 'পেন্সিল' → 'সিস্‌' বা সিসা (lead) ইত্যাদি,

'অংশ' হইতে 'সমগ্র' :

'ছাত' → 'বাড়ী' ; 'চাকা' → 'গাড়ী'।

ক্যাটেল্‌ লক্ষ্য করেন যে, 'সমগ্র' হইতে 'অংশ'-এ যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা 'অংশ' হইতে 'সমগ্র'-এ যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম।

অন্য কতকগুলি পরীক্ষণ করিয়া ক্যাটেল্‌ দেখেন যে, পৃথক্‌ভাবে একটি মাত্র শব্দ উদ্দীপকভাবে প্রদত্ত হইলে প্রতিক্রিয়া-কাল হইবে ৩৬০ মিঃ সেঃ, কিন্তু

৪ ভুণ্ড্‌টের শিষ্য টিচেনার (Titchener) সমগ্র প্রতিক্রিয়া-কালকে তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন : (ক) প্রতিক্রিয়া-পূর্ব কাল (fore-period), (খ) প্রতিক্রিয়াকালীন সময় বা মধ্যবর্তী কাল (mid-period) এবং (গ) প্রতিক্রিয়া-উত্তর কাল (after-period)। (*Text-book of Psychology*, পৃ: ৪৩৪ দ্রষ্টব্য)।

সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি অর্থপূর্ণ শব্দ একসঙ্গে দিলে প্রতিটি শব্দের প্রতিক্রিয়া-কাল কমিয়া গড়ে মাত্র ২০০ মিলি সেকেণ্ড দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র প্রতিক্রিয়া-কাল বিভিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়া-কালের সমষ্টিমাত্র নহে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলিকে একত্রে একটি 'বৃহত্তর সমন্বয়' বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে ক্যাটেল্ অনুমান করেন যে, আমরা যখন কোন কিছু পড়িতে থাকি তখন সমগ্র বাক্যটি আমাদের মনের উপর রেখাপাত করে এবং আমরা কোন বাক্যকে পৃথক্ পৃথক্ পদে ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে উহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি না।

৩। প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের প্রয়োগ (Applications of the results of Reaction-Time Experiments) :

বাস্তবক্ষেত্রে (practical field-এ) আমাদের সম্ভাব্য ব্যবহারের রূপ কী হইতে পারে, তাহা নির্ধারণের জন্য আমরা নানাভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের ব্যবহার করিতে পারি।

(১) প্রতিক্রিয়া-কাল-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা

(ক) **কার্য-বিশেষের কাঠিন্য** (difficulty)

অথবা (খ) বিবিধ অবস্থার মধ্যে **ব্যক্তি-বিশেষের দক্ষতা** (efficiency) নির্ধারণের চেষ্টা করি।

(২) ঐ পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা **ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের তারতম্য** বা **ব্যক্তিগত পার্থক্য** (individual difference) নিরূপণ করিবার চেষ্টা করি।

(ক) আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি, অথবা (খ) আমরা একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি।

(৩) ইহার সাহায্যে আবার আমরা **সাধারণ কার্য সম্পন্ন** করার গতির সহিত **যে সব কার্যে বুদ্ধির প্রয়োজন** সেইগুলি সম্পন্ন করার গতির **তুলনা** করি।

(৪) **অভ্যাস** (habit), **সাধন** (practice) ও **পরিচিতি** (familiarity) **কিভাবে ব্যক্তিবিশেষের কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে,** তাহা নিরূপণের আমরা চেষ্টা করি।

এই সকল পরীক্ষণের ফলাফল বৃত্তি-নির্বাচন (vocational selection) এবং প্রবণতা বা অনুরাগ (aptitude)-এর নিদান (diagnosis) স্থির করায় আমাদের সাহায্য করে। এমন অনেক কার্য আছে যাহাতে ত্বরিত গতিতে কার্য করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। যেমন, মোটর গাড়ী চালকের প্রতিক্রিয়া-কাল দীর্ঘ হইলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। গাড়ী চালাইতে চালাইতে হঠাৎ লাল আলোর সঙ্কেত পাইলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামান প্রয়োজন; আবার চলন্ত গাড়ীর সম্মুখে কোন লোক বা অন্য কোন গাড়ী পড়িলে গাড়ীর গতি পরিবর্তন করা বা গাড়ী থামান আবশ্যক হইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন; অতএব এই সকল কার্যের জন্য লোক নির্বাচনের সময় তাহাদের প্রতিক্রিয়া-কাল পরীক্ষা করিলে তাহাদের যোগ্যতা বুঝা যায়। দেখা গিয়াছে যে, যে-সব লোকের প্রতিক্রিয়া-কাল অতি অল্প বা অত্যন্ত বেশী (অর্থাৎ, যাহারা খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া করে বা প্রতিক্রিয়া করিতে খুব দেরী করে) তাহারাই সাধারণতঃ দুর্ঘটনার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে।

যুদ্ধের সময় লোক নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ফল (বিশেষতঃ বিনিশ্চয়তা বা discrimination-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষার ফল) বিশেষ সহায়তা করে।

অনুষঙ্গ (association) সম্বন্ধে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোকপাত করে। এই বিষয়ে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আমরা 'সমগ্র' হইতে 'অংশে'র কথা অতি দ্রুত চিন্তা করি, কিন্তু 'অংশ' হইতে 'সমগ্র' সম্বন্ধে সেইরূপ দ্রুততার সহিত যাইতে পারি না। তাহা ছাড়া, আমরা 'সমগ্র পদ' বা 'সমগ্র বাক্যে'র উপর প্রতিক্রিয়া করি—উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হই না (পৃঃ ৩৪৬ দ্রষ্টব্য)। ইহার আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, শিশুদের যখন মাতৃভাষা ব্যতীত কোন নূতন ভাষা শিখান হয়, তখন প্রথমে অক্ষর, পরে পদ, এবং তাহার পর বাক্য

শিখানর যে পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুধাবন করা হয়, তাহাতে ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সময় বেশী লাগে[৫]; কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা যদি 'স্বাভাবিক পদ্ধতি' (natural method) অনুধাবন করি, অর্থাৎ যদি কথাবার্তার মাধ্যমে তাহাদের সমগ্র বাক্য আয়ত্ত করাইতে সাহায্য করি, তাহা হইলে সহজেই তাহারা ভাষা শিখিতে পারিবে। শিশু তাহার মাতৃভাষা এই ভাবেই প্রথমাবস্থায় আয়ত্ত করে।

৪। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া—পাভ্‌লভ্‌-অনুসৃত পদ্ধতি (Conditioned Reflex—Pavlov's Method) :

আমরা এ পর্যন্ত সাধারণ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া এবং উহার সাপেক্ষীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Simple Reflex) :

বাহ্য উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্র যখন আমাদের দেহ স্বতঃক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া করে, অর্থাৎ ঐ প্রতিক্রিয়া যখন আমাদের ইচ্ছাধীন থাকে না, তখন ঐরূপ প্রতিক্রিয়াকে **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Reflex action) বলা হয়। এইরূপ কার্যের সময় ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে উদ্দীপন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখবর্তী অংশে পৌছে এবং তথা হইতে বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশীতে ক্রিয়াশক্তি পৌছে। এইভাবে যে পথ রচিত হয়, তাহাকে 'প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ' (reflex arc) বলে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃঃ ১৫৯ ও ৮ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে একটি উদ্দীপকের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে এবং তাহার ফলে তদুপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এরূপ কোন ক্ষেত্রে এক একটি উদ্দীপক এক এক প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; যেমন, আলোক উদ্দীপন কেবলমাত্র চক্ষুর উপরই কার্য করে

---

৫ যেমন, আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের ইংরেজী শিখানর সময় আমরা তাহাদের প্রথমে a, b, c, তাহার পর bla-ব্লে, cla-ক্লে, তাহার পর f a t-ফ্যাট, m a n-ম্যান, r a n-র‍্যান, তাহার পর A fat man ran (একটি মোটা লোক দৌড়াইয়াছিল).....এইভাবে শিখাই এবং অযথা তাহাদের সময় ও শক্তি নষ্ট করি।

এবং একমাত্র চক্ষুর উপরেই হঠাৎ তীব্র আলোক পড়িলে চক্ষু মুদিত হয়—অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের উপর উহা ঐভাবে কার্য করে না।

(খ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex) :

কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়ার জন্য যে বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় তাহার পরিবর্তে তাহার সহিত অনুষঙ্গবদ্ধ কোন বিকল্প উদ্দীপক দ্বারা একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় কি না, তাহা অনুসন্ধান করাই ছিল পাভ্‌লভের আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি এইজন্য প্রধানতঃ কুকুরের উপর এক বিশেষ প্রকারের পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন (পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য)। তিনি কুকুরকে তাহার আহার্য দিবার ঠিক পূর্বে ঘণ্টা বাজাইতে থাকেন। কয়েকদিন এইরূপ হইবার পর দেখা গেল যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র কুকুরের লালা নিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ আহার্য দর্শনে ও ঘ্রাণে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, শব্দ শুনিবামাত্রও সেইরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল। সুতরাং ঘণ্টার শব্দ 'বিকল্প উদ্দীপক' (substitute stimulus) ভাবে কার্য করিতে লাগিল।

সমগ্র পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে এইভাবে ব্যক্ত করা যায়:

উদ্দীপক	প্রতিক্রিয়া
(১) দুইটি নিরপেক্ষ বা স্বাধীন উদ্দীপক—	
(ক) খাদ্য বা আহার্য দর্শন বা ঘ্রাণ ...	লালানিঃসরণ
(খ) শব্দ শুনা ...	কান খাড়া করা, সচকিত হইয়া উঠা, ইত্যাদি
(২) অনুষঙ্গ-বদ্ধ অবস্থায় দুইটি উদ্দীপকের প্রয়োগ—	
(ক) শব্দ[৬]	
(খ) খাদ্য ...	লালানিঃসরণ

৬ তুলনীয়: ".....stable conditioned reflexes can be elaborated only when the conditioned stimulus precedes the 'unconditioned stimulus'." (*Text-book of Physiology*, Ed. by K. M. Bykov, p. 607).

(৩) সাপেক্ষ উদ্দীপক বা
বিকল্প উদ্দীপক—
শব্দ ... ... লালানিঃসরণ

লালানিঃসরণ সম্বন্ধে কুকুরের উপর প্রযুক্ত একটি পরীক্ষণের ফল এইরূপ। যেমন, ৯ বার ঘণ্টাধ্বনি করা এবং তাহার পর খাবার দেওয়ার ফলে দেখা গেল যে, কেবলমাত্র ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই ৩০ সেকেণ্ডে ১৮ ফোঁটা (drops) লালা নিঃসরণ হইতেছে। সমগ্র পরীক্ষণটির ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঘণ্টাধ্বনি করা এবং তাহার পরেই খাবার দেওয়া কয়বার হইয়াছে ?	ঐ দুই উদ্দীপক একত্র প্রয়োগের পর কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক বা ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিয়াই ৩০ সেকেণ্ডে কয় ফোঁটা লালা নিঃসরণ হইয়াছে ?
১	০
৯	১৮
১৫	৩০
৩১	৬৫
৪১	৬৪
৫১	৬৯

(গ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ কিভাবে সাধিত হয় ?

সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষণ কার্য চালাইবার জন্য শব্দ-প্রতিরোধক কক্ষ (sound-proof chamber)[৭]-এ পরীক্ষণ চালান বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, পরীক্ষকও পরীক্ষণ-পাত্রের (যথা, কুকুরটির) অলক্ষ্যে থাকিয়া উদ্দীপক প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। সুতরাং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবিধ বিকল্প উদ্দীপক (যথা,

৭ রাশিয়ার লেলিনগ্রাডে Institute of Experimental Medicine-এর যে শব্দ-প্রতিরোধক গৃহে পাভ্‌লভ (Pavlov) ও গ্রাম্পকে (Grampke) পরীক্ষা কার্য চালাইতেন, তাহা *Tower of Silence* নামে অভিহিত।

আলোক-প্রদান, ঘণ্টা বাজান ইত্যাদি) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গণ্ডদেশে একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য দিয়া একটি নলের এক মুখ পারোটিড্ (parotid) গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং অপর মুখটি একটি বাল্‌ব বা কাঁচের শিশির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ শিশিটি তাহার গণ্ডদেশ হইতে ঝুলিতে থাকে; শিশুটি আবার অপর একটি নল দ্বারা একটি মাপযন্ত্র (manometer)-এর সহিত যুক্ত থাকে। মাপযন্ত্র ব্যবহার না করিয়া গতিলিখ্ যন্ত্র (kymograph)-ও ব্যবহৃত হইতে পারে। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

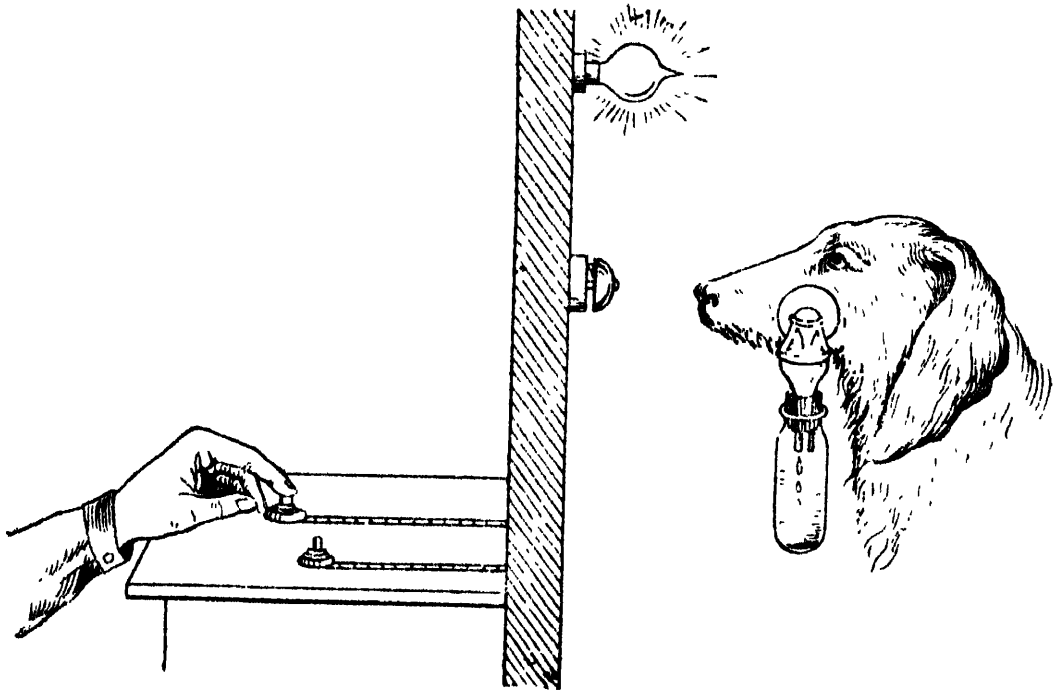

২নং চিত্র। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষণাধীন একটি কুকুর।

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে সাপেক্ষীকরণের পরবর্তী অবস্থায় কেবলমাত্র আলোকরূপ বিকল্প উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিয়া কুকুরের লালানিঃসরণ হইতেছে।

স্বাভাবিক উদ্দীপক (natural stimulus) হিসাবে নানারকম খাদ্য, যথা—রুটির গুঁড়া, মাংসের টুকরা ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

৮ পাভ্‌লভ্ ও তাঁহার সহকর্মিবৃন্দ বহুবিধ উদ্দীপকই বিকল্প উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করিতেন। যেমন, ঘ্রাণজ উদ্দীপকের জন্য কর্পূরের গুঁড়া ছাড়িয়া দেওয়া, চাক্ষুষ উদ্দীপকের জন্য বিবিধ অক্ষর ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ছবি প্রদর্শন, স্পার্শন উদ্দীপনের জন্য দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি তাঁহারা করিতেন।

পাছে পরীক্ষককে দেখিলে পরীক্ষক স্বয়ং 'বিকল্প উদ্দীপক' গণ্য হইতে পারেন, এইজন্য এক যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে খাবার দেওয়া হয়।

পাভ্‌লভ্‌ কুকুরের লালানিঃসরণ লইয়া বহু গবেষণা চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, কেবলমাত্র কুকুরের উপরই এই প্রকার পরীক্ষা করা চলে। বিড়াল, ইঁদুর, বানর ইত্যাদি বহুবিধ প্রাণীর উপরই ঐরূপ পরীক্ষা করা চলে। বাস্তবিক সকল জীবের উপরই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা চালান যায়। যেমন, একটি শামুক (snail)-কে খাবার দিবার সময় তাহার পিছন দিক্‌ চাপিয়া ধরা যাইতে পারে; কিছুদিন এইরূপ করার ফলে তাহার পিছন দিক্‌ চাপিয়া ধরামাত্র সে মুখ হাঁ করিবে।

(ঘ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় 'উপাদান' (Factors affecting establishment of Conditioned Response) :

(১) প্রথমেই প্রয়োজন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় (acquisition)। ইহার জন্য সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) এবং নিরপেক্ষ উদ্দীপক (unconditioned stimulus) সম্বন্ধে একত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এইজন্য সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দুই প্রকার উদ্দীপক বার বার প্রদত্ত হওয়া প্রয়োজন। অতএব **পৌনঃপুন্যতা** (repetition) একটি আবশ্যকীয় 'উপাদান'।

(২) তাহা ছাড়া, নিরপেক্ষ উদ্দীপক এবং সাপেক্ষ উদ্দীপক এই দুইটির মধ্যে **সন্নিধি** বা **নৈকট্য** (contiguity) প্রয়োজন। দুই প্রকার উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, তত শীঘ্র সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গঠিত হয়। যদি সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দুই প্রকার উদ্দীপক একই সময় (simultaneously) কয়েকবার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সহজেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গঠিত হয়। সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) নিরপেক্ষ উদ্দীপকের অল্প পূর্বে প্রদত্ত হইলেও ঐরূপ ফল পাওয়া যায়। এই সময়ের ব্যবধান ১ সেকেণ্ড হইতে ৫ মিনিট পর্যন্ত হইতে পারে —সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সাপেক্ষ

উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পরে প্রদত্ত হইলে কোন ফল পাওয়া যায় না ; যেমন, খাদ্য দেওয়ার পর (এমন কি, ঠিক অব্যবহিত পরেই) ঘণ্টা বাজাইলে শব্দ শুনার ফলে কুকুরের আর লালা নিঃসরণ হইবে না।[৯]

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় বিবিধ পরীক্ষণের ভিত্তিতে পাভ্‌লভ্‌ যে নীতি প্রবর্তন করেন, তাহাকে বলা হয় **উদ্দীপকের শক্তি-বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Reinforcement)। ইহাকে মোটামুটি এইভাবে ব্যক্ত করা যায়: "যদি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'সাময়িক নৈকট্যে' (temporal contiguity-তে), অর্থাৎ অল্প সাময়িক ব্যবধানে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে, তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয়।" [১০]

(৩) সাপেক্ষ উদ্দীপক এবং নিরপেক্ষ উদ্দীপক কয়েকবার প্রদত্ত হওয়ার ফলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া **'প্রতিষ্ঠিত'** (established) হয় ; কিন্তু ঐরূপ প্রতিষ্ঠার পরও **যদি নিরপেক্ষ উদ্দীপক ব্যতীত কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'বিলোপ'** (extinction) **ঘটে**। যেমন, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া লালানিঃসরণ রূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রতিষ্ঠার পর যদি শুধুই ঘণ্টা বাজান হয়, কিন্তু কোন খাবার দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ এরূপ হয় যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিলে আর লালা ক্ষরণ হয় না।

ইহার ভিত্তিতে পাভ্‌লভ্‌ তাঁহার দ্বিতীয় নীতি রচনা করেন। এই নীতিকে বলা হয় **বিলোপ-সম্বন্ধীয় নীতি**(Law of Extinction)। ইহাকে এই ভাবে ব্যক্ত করা চলে: "যদি কোন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা 'শক্তিশালী' করিয়া না

৯ পাভ্‌লভের সহকর্মী ক্রেস্তোভ-নিকভ (Krestovnikov) ১,০০০টি পরীক্ষায় নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের ১ হইতে ৩ সেকেণ্ড পরে সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অভ্যাস 'গঠিত' হয় নাই।

১০ পাভ্‌লভের *Law of Reinforcement*-কে ব্যাখ্যা করিয়া Skinner বলিয়াছেন: "The occurrence of an unconditional reflex in temporal contiguity with a conditional reflex increases the strength of the latter."

রাখা হয়, তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং উহার বিলোপ ঘটে"।[১১]

বিলোপ-সম্বন্ধীয় নীতির আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ উদ্দীপক উভয়েরই সহ-অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

(ঙ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা (Two stages of C. R.): সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা থাকে—প্রাথমিক এবং পরবর্তী (early and later stages)।

প্রাথমিক অবস্থায় উদ্দীপকের সার্বীকরণ (stimulus generalisation) ঘটে। এই অবস্থায় একই শ্রেণীর বিবিধ উদ্দীপকের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলে ঐ পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা প্রাণি-বিশেষের থাকে না।

যেমন, ধরা যাউক্ যে, একটি কুকুর প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০ আবর্তের স্বনকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ (pitch corresponding to 1,000 cycles per second) শুনিয়া লালা নিঃসরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এইরূপ শব্দ শুনিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লালা নিঃসরণ হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যদি সে প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০ (এমন কি ৬০০) স্বনকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দও শুনে, তাহা হইলেও তাহার লালা নিঃসরণ হইবে।

পরবর্তী অবস্থায় ঐ কুকুর **পার্থক্য বা বিনিশ্চয়তা** (discrimination)-এর **ক্ষমতা আয়ত্ত করে।** পুনঃপুনঃ একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকে (যেমন, প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ স্বনকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দে) প্রতিক্রিয়া করার ফলে কুকুরটি ১,০০০ হইতে উহার নিকটবর্তী স্বনকম্পাঙ্ক (যথা, প্রতি সেকেণ্ডে ৯০০, ৯৫০ বা ১০৫০) পৃথক্ করিতে থাকে, অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে (বা ১০০০ স্বনকম্পাঙ্কের ক্ষেত্রেই) কুকুরটির লালা নিঃসরণ হইতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রসমূহে ঐরূপ কিছু হয় না।

আবার স্পার্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিনিশ্চিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি কুকুরের পিছনের পা'র চারিটি জায়গার প্রতি জায়গা স্পর্শ

১১ ***Law of Extinction***-এর সূত্র হইল: **"If a conditional reflex is elicited without reinforcement by an unconditional reflex, the conditional reflex is weakened or inactivated."**

করিবার পরই খাবার দেওয়া হইত; কয়েকবার এইরূপ করার পর সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ঐ চারিটি জায়গার যে কোন এক জায়গা স্পর্শ করিলেই লালা নিঃসরণ হইত। ঐ চারিটি জায়গার নিকটবর্তী কোন জায়গা স্পর্শ করিলেও প্রথমাবস্থায় লালানিঃসরণ হইত (অথচ কোন খাবার মিলিত না); পরে কিন্তু ঐরূপ নিকটবর্তী স্থান স্পর্শ করিলে আর লালানিঃসরণ হইত না। অর্থাৎ প্রথমে উদ্দীপক-সার্বিকীকরণের ফলে ভুল হইলেও পরে কুকুরটির বিনিশ্চয়তা-বোধ জন্মিল এবং তখন আর ভুল স্থান স্পর্শ করিলে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না।

(চ) পরীক্ষণ-সৃষ্ট উদ্বায়ু (Experimental Neurosis):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখিলাম যে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রাণি-বিশেষ বিনিশ্চয়তার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। যেমন, ৯০০ আবর্তের স্বনকম্পনবিশিষ্ট শব্দ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হইতে ৯৩০, ৯২০ বা ৯১৫ স্বনকম্পবিশিষ্ট শব্দের পার্থক্য সে করিতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যবধান বা পার্থক্য যদি অতি সূক্ষ্ম বা অল্প হয়, তাহা হইলে প্রাণি-বিশেষের ঐরূপ পার্থক্যের ক্ষমতা আর থাকে না। তাহার উপর ঐরূপ অবস্থায় উদ্বায়ুরোগ (neurosis)-এর ন্যায় একটা 'উন্মত্ত'-অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, ৯০০ স্বনকম্পনে লালানিঃসরণরূপ প্রতিক্রিয়া স্থাপিত হইলে ৮৯৮ বা ৯০২ স্বনকম্পের উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে প্রাণি-বিশেষ কিছুই ঠিক করিতে পারে না। তখন আবার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যে কোন উদ্দীপকের প্রয়োগেই লালা নিঃসরণ হইতে থাকে।

পাভ্‌লভ এবং তাঁহার ছাত্র ক্রেস্টোভ্‌নিকোভ আর একটি অনুরূপ পরীক্ষণ করেন। একটি কালো পর্দার উপর পূর্ণবৃত্তাকারের একটি আলোক দেখাইবার পর একটি কুকুরকে আহার্য দেওয়া হইত। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর ঐরূপ আলোক সাপেক্ষ উদ্দীপক হিসাবে কার্য করিতে লাগিল। ঐরূপ উদ্দীপকের সহিত একটি উপবৃত্তও (ellipse) 'নঙর্থক উদ্দীপক' (negative stimulus) হিসাবে দেখান হইত, অর্থাৎ উহার সহিত কোন আহার্য প্রদান করা হইত না। কুকুরটিও বৃত্ত এবং উপবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিত। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ উপবৃত্তের

পরিধি এরূপ পরিবর্তিত করা হইতে লাগিল যে, উহা প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইল। তখন ঐ কুকুরটির সম্পূর্ণ বৃত্ত এবং প্রায় পূর্ণাকার বৃত্তের মধ্যে আর বিনিশ্চয়তা-বোধ (sense of discrimination) রহিল না। ফলে কুকুরটি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল—সে চীৎকার করিতে লাগিল, পরীক্ষণাগারে তাহার বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলিল, টেবিল হইতে লাফাইয়া পড়িল; মোট কথা, কুকুরটি যেন 'উদ্বায়ু রোগাক্রান্ত' হইয়া উঠিল এবং পরীক্ষণের অনুপযুক্ত হইয়া গেল।

এই অবস্থাকে পাভ্‌লভ্‌ উদ্বায়ুর অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগী (neurotic patient) যেমন ভালমন্দ, নিরাপদ-বিপদ্‌জনক, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির মধ্যে কিছুই পার্থক্য টানিতে পারে না, এবং নিরাপদ এমন কি মঙ্গলজনক অবস্থার সম্মুখীন হইলেও উৎকণ্ঠা বোধ করে[১২], সেইরূপ উপরে বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন হইলে কুকুরটি কী করিতে হইবে এবং কী করিতে হইবে না তাহা 'বিবেচনা' করিতে পারে না। এইজন্য পাভ্‌লভ্‌ ইহাকে উদ্বায়ুর অবস্থা বলিয়াছেন।

(ছ) সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঃ

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার 'প্রতিষ্ঠার' জন্য নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পূর্বে অথবা উহার সহিত যুগপৎ সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ

---

১২ যেমন, উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে হয়ত' বিনা কারণে অন্ধকারকে ভয় করে, অথবা ক্রমাগত হাত ধুইয়াও মনে করে যে, উহা অশুচি রহিয়া গেল, অথবা রাস্তার প্রতি ল্যাম্প-পোষ্ট হইতে দূরে থাকে পাছে সেগুলি মাথায় পড়িয়া যায়, অথবা সকলকেই (এমন কি তাহার নিকটতম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকেও) অত্যন্ত সন্দেহ করে।

গ্যারেট্‌ (Garrett) বলেন যে, শিশুরা যখন দেখে যে তাহারা সামান্য মিথ্যা কথা বলিলেই শাস্তি পায়, অথচ তাহাদের পিতামাতারা স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলে, তখন (পাভ্‌লভের পরীক্ষণাধীন কুকুরের ন্যায়) তাহারা দ্বন্দ্বের (conflict-এর) সম্মুখীন হয় এবং তাহাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। গ্যারেটের ভাষায় : "A child is punished for 'lying' but hears his mother tell 'social lies' over the phone—say that she is ill.....Many children cannot see the difference between behaviour (ostensibly the same) which is sometimes right and sometimes wrong. Unable to fathom such inconsistencies, they are faced by a dilemma....." (*Great Experiments in Psychology*, p. 12).

প্রয়োজন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, যেখানে সাপেক্ষ উদ্দীপকের পরে নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগ হয়, সেখানে ঐরূপ প্রয়োগ ঠিক অব্যবহিত পরেই করিতে হইবে—এরূপক্ষেত্রে সময়ের কিছু ব্যবধানও থাকিতে পারে। ধরা যাউক্ যে, একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করিবার ৫ মিনিট বাদে কুকুরকে তাহার খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল। এরূপ স্থলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠিত' হইবার পর ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই কুকুরের লালা-নিঃসরণ হইবে না—খাদ্য পাইবার সময় নিকটবর্তী হইলে লালানিঃসরণ শুরু হইবে; যেমন, বর্তমান উদাহরণে প্রায় ৪ মিনিট কাল সময় অতীত হইলে লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে **বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া (delayed reaction** বা **trace reflex)** বলা হয়।

আবার যদি এক একটি সময়ের ব্যবধানে একটি কুকুরকে খাওয়ানর অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে ঐরূপ সময়ের ব্যবধানে কুকুরটির লালা-নিঃসরণ হইবে; যেমন, যদি প্রতি ১২ মিনিট অন্তর অন্তর অল্প অল্প খাদ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি ১১।১২ মিনিট পর পর লালানিঃসরণ হইবে।

বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর একটি অভিনব ঘটনা পাভ্‌লভ ও তাঁহার সহকর্মিগণ লক্ষ্য করেন। সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের পর কুকুরটি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে এবং উদ্দীপকের প্রয়োগ (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি) চলিতে থাকিলেও যতক্ষণ না নিরপেক্ষ উদ্দীপকের (যেমন, খাদ্যের প্রয়োগের) সময় নিকটবর্তী না হয়, ততক্ষণ সে নিদ্রামগ্ন থাকে। পাভ্‌লভ্ মনে করেন যে, এই নিদ্রার কারণ এই যে, অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় গুরুমস্তিষ্কের বিস্তৃত ক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটি 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হয়।

৪। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Different kinds of Conditioned Reflex):

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া নানাপ্রকারের হইতে পারে; যথা—

(১) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া **সদর্থক** (positive) এবং **নঙর্থক** (negative) হইতে পারে। যেখানে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণি-বিশেষ কোন কিছু পাইবার জন্য প্রস্তুত হয় সেখানে প্রতিক্রিয়াকে সদর্থক বলে। যেমন, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর যখন কুকুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া লালা নিঃসরণ করে, তখন উহাকে 'সদর্থক' বলা যায়; কারণ, ঐরূপ প্রতিক্রিয়া আহার্য পাইবার প্রস্তুতি ইঙ্গিত করে।

আবার যদি অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণি-বিশেষ কোন কিছু পরিহার করিতে বা কোন কিছু হইতে আত্মরক্ষা[১৩] করিতে চাহে, তবে উহাকে নঙর্থক প্রতিক্রিয়া (negative conditioning) বলা যায়। যেমন, একটি তৈলপায়িকা বা আরসুলা যতবার অন্ধকার পথে যাইতে চেষ্টা করে, ততবার যদি উহাকে বিদ্যুতের অভিঘাত বা ধাক্কা (shock) দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অন্ধকার পথ দেখিলেই তাহা পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে।

(২) আবার সাপেক্ষীকরণ (conditioning) একটি মাত্র বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে অথবা একাধিক বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। প্রথমটিকে বলা যায়, **নিম্নপর্যায়ের** সাপেক্ষীকরণ (Lower-order conditioning) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা যায় **উচ্চপর্যায়ের** সাপেক্ষীকরণ (Higher-order conditioning)। উপরের উদাহরণে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া যখন লালা নিঃসরণ হয়, তখন একটিমাত্র উদ্দীপক (যথা, ঘণ্টাধ্বনি) বিকল্প উদ্দীপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা তথাকথিত নিম্নপর্যায়ভুক্ত। আবার ঐরূপ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 'সুপ্রতিষ্ঠিত' হইবার পর উচ্চপর্যায়ের সাপেক্ষীকরণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেমন, কয়েকবার ধরিয়া প্রথমে একটি আলোক দেখাইয়া তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে এইরূপ হইতে পারে যে, কেবল আলোকটি দেখিবার পর কুকুরটির লালানিঃসরণ হইতেছে (অবশ্য এইরূপ স্থলে ঘণ্টাধ্বনির পর আবার আহার্য দিতে হইবে, নচেৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 'অবলুপ্তি' বা extinction ঘটিবে)। অর্থাৎ উচ্চপর্যায়ের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে একটি নূতন উদ্দীপকের সাপেক্ষীকরণ ঘটে।

---

১৩ পাভ্‌লভের ন্যায় আর একজন রুশ বৈজ্ঞানিক ভ্‌লাডিমির বেক্‌টেরেভ্‌ (Vladimir Bechterev) এই বিষয় পরীক্ষা চালান। তিনি সাধারণতঃ দেহের কোন অঙ্গে বিদ্যুতের ধাক্কা দিয়া উহা সরাইয়া লইবার ব্যাপারে প্রাণি-বিশেষকে অভ্যস্ত করাইতেন। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে *protective reflex* বলা হয়।

(৩) সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য অনুসারে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুই প্রকারের হইতে পারে। যেমন, **স্বভাবজ** (natural) এবং **চালক-সৃষ্ট** (operant)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠার পর নিরপেক্ষ উদ্দীপকের ফলে যেরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়, সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইলেও সেইরূপ হয় (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া লালা-নিঃসরণ)—এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকারী প্রাণী নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করে না। ইহা হইল পাভ্‌লভ্‌-পরিকল্পিত আদি-পদ্ধতি বা সনাতন প্রথা। সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত এক প্রকার পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্ররূপে ব্যবহৃত জীবকে নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করিতে প্ররোচিত করা হয়। যেমন, একটি ইঁদুর বা বিড়াল যদি দেখে যে, একটি যন্ত্রের কোন 'বোতাম' বা 'লেভার' (lever) টিপিলে খাবার মিলিবে, তাহা হইলে সে নিজেই পরে প্রয়োজনমত ঐরূপ করিবে—এরূপ ক্ষেত্রে প্রাণি-বিশেষ নিজেই 'চালক' (operator) ভাবে কার্য করিতেছে। ইহাকে 'চালক-সৃষ্ট সাপেক্ষীকরণ' (operant[১৪] or instrumental conditioning) বলে।

৫। মানবের জীবনে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (C. R. in human life) :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকাশ আমরা অনেক সময় পাই। যেমন, দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন ক্ষুধার্ত হয় এবং সেইজন্য কাঁদিতে থাকে বা অন্য কোন প্রকারে দৈহিক অস্থিরতা প্রকাশ করে, তখন সে যদি তাহার মা'কে দেখে বা তাহার দুধের বাটী নাড়াচাড়ার শব্দ পায়, তাহা লইলে কতকটা শান্ত হয় এবং দুধের 'প্রতীক্ষা' করে। সেইরূপ শিশু শাস্তি দিবার সময় আমরা অনেক সময় জোরে ধমকাইয়া থাকি এবং সেইজন্য কেবলমাত্র ধমকানি শুনিয়াই সে ভীত বা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

এই বিষয় ক্রাস্‌নোগোরস্কি (Krasnogorski) নামক পাভ্‌লভের একজন ছাত্র পরীক্ষণমূলকভাবে গবেষণা করেন। তিনি নানাবিধ বিকল্প

১৪ Operant Conditioning-কে বর্ণনা করিয়া B. F. Skinner বলিয়াছেন: "the behavior *operates* upon the environment to generate consequences." (*Science and Human Behaviour*, p. 65).

উদ্দীপক (যেমন, ঘণ্টাধ্বনি, বাঁশীর শব্দ, চর্মকণ্ডূয়ন ইত্যাদি)-কে আহার্য-দ্রব্যরূপ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট করেন এবং দেখেন যে, সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগের ফলেই শিশুদের লালা সঞ্চার হয়।

আমেরিকার মাটীয়ের (Mateer) এই বিষয়ে, শিশুদের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত এবং অবলুপ্ত করা যায়, তাহার দ্বিগুণ সময় প্রয়োজন হয় উনমানস (feeble-minded) শিশুদের ক্ষেত্রে।

কেহ কেহ পরিণত বয়স্কদের উপর এই বিষয় পরীক্ষা করেন। যেমন, ওয়াট্‌সন্ (Watson) প্রথমে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বা অনুরূপ সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া পরে ব্যক্তি-বিশেষের হস্ত বা পদে বিদ্যুতের অভিঘাত (shock) দিতেন ; এইরূপ কয়েকবার করার পর দেখা গেল যে, সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োগমাত্র ব্যক্তি-বিশেষ তাহার হস্ত বা পদ সরাইয়া লইতেছে।

দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ (practical application) করা যাইতে পারে। অনেক সময় মন্দ অভ্যাস বা ব্যক্তিত্বের কোন মন্দ প্রলক্ষণ দূর করিবার জন্য বা বিবিধ অপপ্রতিযোজন সংশোধন করিবার জন্য সাপেক্ষীকরণ 'প্রতিষ্ঠিত' করা যাইতে পারে—ইহা সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিশু যতবার কোন অবাঞ্ছিত কায করিতে যাইবে, ততবার তাহাকে কোন প্রকার মৃদু 'শাস্তি' দান করিয়া অথবা যতবার ইহার বিপরীত করিবে, ততবার 'পুরস্কার' দিয়া কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস দূরীকরণ অথবা বাঞ্ছিত অভ্যাস স্থাপন করা যাইতে পারে।

৬। সমালোচনা :

পাভ্‌লভের মতবাদের যে বহু বিষয় অভিনবত্ব আছে তাহা অনস্বীকার্য। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক (materialistic) এবং তিনি দেহাতিরিক্ত কোন পৃথক্ মানসিক সত্তা, অবস্থা বা ক্রিয়াতে আস্থাবান্ ছিলেন না। এই কারণে তিনি অন্তর্দর্শন (introspection)-কে কোন যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে মনকে পৃথক ভাবে স্বীকার করিলে অযথা মিথ্যা দ্বৈতবাদ (dualism)-এর সৃষ্টি হয়।

বস্তুবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তিনি যান্ত্রিকতাবাদকেই (mechanism) ব্যাখ্যার মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করেন।

তিনি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action)-কেই জীব-জগতের সকল ক্রিয়ার আদর্শরূপে গ্রহণ করিযাছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, মানুষ যে সব জটিল কার্য করে, সেইগুলি বিভিন্ন সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমন্বয় এবং উচ্চ পর্যায়ের সাপেক্ষীকরণের ফলে গঠিত (পৃঃ ৩৫৯)। সকল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্ভব বাহ্যপরিবেশ ও দেহের মিথস্ক্রিয়া হইতে ঘটে এবং এই সকল ক্রিয়াগুলি পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জটিল আকার ধারণ করে।[১৫] পাভ্‌লভ্‌ কোন সহজাত সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না।

পাভ্‌লভ্‌ এই প্রসঙ্গে তথাকথিত দৈহিক (physiological) ও মানসিক (psychical) প্রতিবর্ত ক্রিযার পার্থক্য উল্লেখ করিযা বলেন যে, দৈহিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপরিবর্তনীয় ('constant and unchanging') এবং নিরপেক্ষ ('unconditioned'), কিন্তু মানসিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি পরিবর্তনশীল ('subject to fluctuation') এবং সাপেক্ষ ('dependent on many conditions' বা 'conditioned')।

পাভ্‌লভ্‌ মনে করিতেন যে, **গুরুমস্তিষ্ক** (cerebral cortex) হইল সকল **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অধিষ্ঠান** ('seat of all conditioned refex activity')। তিনি কয়েকটি প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করিবার পর লক্ষ্য করেন যে, উহারা কোন নূতন সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না এবং তাহা ছাড়া পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া আর সম্ভবপর হইতেছে না। মস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চল এবং মেরুদণ্ড নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। পাভ্‌লভ বিশ্বাস করিতেন যে,

১৫ তুলনীয় : "We prefer the word *reflex*.....(because of) the chain-like character of the process, the compounding of a complex effect from simple components, whereby the end of one action is the stimulus for the beginning of another." (Pavlov).

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে এবং এইজন্য তিনি গুরুমস্তিষ্কের আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ পরিহার করেন।[১৬]

তাহা ছাড়া, পাভ্‌লভ্‌ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্বায়ুরোগেরও (neurosis) এক ব্যাখ্যা দেন। তিনি মনে করেন যে, তথাকথিত মানসিক রোগের মূল কারণ মস্তিষ্কের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফ্রয়েড্‌ যদিও মানসিক কার্যের জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন অস্বীকার করেন না, তাহা হইলেও তিনি মনে করেন যে, মনোরোগের কারণ হইল মানসিক বিকার বা মনের কার্মিক বিকলতা (malfunction of the *mind*)। অপরপক্ষে, পাভ্‌লভ্‌ মনে করেন যে, গুরুমস্তিষ্কের কার্মিক বিকলতাই (functional disorder of the *cerebrum*) উদ্বায়ুরোগের প্রধান কারণ।[১৭]

পাভ্‌লভের মতবাদ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহা দৈহিক ক্রিয়ার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ; কিন্তু মনকে বাদ দিয়া কোন প্রকার মনোবিদ্যা রচনা করা যায় না—ইহা আমরা চেষ্টিতবাদের সমালোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি। (পৃঃ ১০১-১০৪ দ্রষ্টব্য)।

সাপেক্ষীকরণ একেবারে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হইতে পারে না। মানুষ এবং অন্ততঃ উচ্চ পর্যায়ের জীবের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতাবাদের আলোকে

১৬ তিনি মনে করিতেন যে, যদিও গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে, তাহা হইলেও একটি অংশে এমন 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হইতে পারে যে, ঐ অংশ কোন কার্য করিতে পারে না ; তিনি এক রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন ; সে কুড়ি বৎসর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া হাসপাতালে ছিল। প্রায় ষাট বৎসর বয়সের সময় তাহার দেহে গতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং সে বলে যে তথাকথিত নিদ্রাকালীন অবস্থায় সে তাহার চারিপাশে কি হইত তাহা বুঝিতে পারিত। পাভ্‌লভের মতে ঐ রোগীর মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠানে একটি দীর্ঘস্থায়ী 'বাধ'-এর সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৭ ফ্রয়েড্‌ ও পাভ্‌লভের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বর্ণনা করিয়া ওয়েলস্‌ (H. K. Wells) বলিয়াছেন : "Pavlov's position with regard to psychology and psychiatry is that they cannot become exact sciences without basing themselves closely on the physiology and patho-physiology of the higher nervous activity. Freud's position is that though mental activity is a function of the brain, it is nevertheless an independent phenomenon, and that a scientific psychology and a scientific psychiatry can be constructd without benefit of cerebral physiology". (*Ivan P. Pavlov*, p. 214).

ইহার পূর্ণ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যেমন, যদি কেহ দেখে যে, যতবারই একটি যন্ত্রের বোতাম টিপা যায়, ততবারই খাবার মিলিতেছে, তাহা হইলে ক্ষুধার ভাব জাগিলে আবার সে বোতাম টিপিবে। এখানে উহার মনে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'আশা' জাগিতেছে—এইরূপ মানসিক প্রত্যয় (mental concept) ব্যবহার করিয়া সমগ্র প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা করাই সমীচীন।

উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষণের মূলে থাকে সমগ্র পরিস্থিতির অবধারণ (comprehension of the *total* situation)। এইজন্য সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া, এবং জটিল শিক্ষণ (complex learning)-মাত্রই 'একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল বিশেষ' (long chain of conditioned reflexes)—এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের এই সমালোচনার অর্থ নহে যে, সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াটিই অসম্ভব বা অবাস্তব। সাপেক্ষীকরণ যে মানুষ এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল যে, মনের পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা চলে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রেষণা

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে; কিন্তু মানুষ কেন কার্য করে—কিসের তাড়নায়, কোন্ বাসনার প্রভাবে, কি উদ্দেশ্য সাধনের আশায় সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়? মানুষের ন্যায় মনুষ্যেতর পশুও নানাপ্রকার কার্য করে; কিন্তু পশুজীবনের বিবিধ প্রধান প্রধান কার্যের যেন একটা নির্দিষ্ট তালিকা আছে, এবং সেগুলি এক একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট পন্থায় সাধিত হয়। মানুষের কার্য কিন্তু বহু প্রকারের এবং সেগুলি বহু বৈচিত্র্যময়; এমনকি মনুষ্যের সহিত পশুর যে সমস্ত কার্যের সাদৃশ্য আছে (যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য কার্য), সেগুলিও নানাকারণে নানাভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য "মানুষ কেন কার্য করে?" এই প্রশ্নের উত্তর দান করা কঠিন। তবে সাধারণতঃ বলা যায় যে, কোন অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ কর্মে নিযুক্ত হয়—এই অভাব দৈহিক বা জৈবিক (physiological বা biological) হইতে পারে; আবার মানসিক (psychological) হইতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে কোন অভাব দূর করাই যথেষ্ট প্ররোচক নহে—উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে কোন কিছু পাইবার বা লাভ করিবার আশা। সুতরাং কোন উদ্দেশ্য সাধনের এষণা বা ইচ্ছা মানুষকে কর্মে চালিত করে। মানুষ যে সকল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকে, তাহা নহে; কখনও কখনও ইহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকে, আবার কখনও কখনও চেতনার অগোচরে ইহারা কার্য করে।

১। (ক) প্রেষণা—নোদনা, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য (Motivation—Drives, Needs and Motives):

যখন কোন কার্য সাধন করা হয়, তখন উহার মাধ্যমে কোন লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করা হয়। এই **লক্ষ্যকে অনেক সময় উদ্দেশ্য বলা হয়।** কিন্তু উদ্দেশ্য বলিতে কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা (idea about the end or goal) বুঝায় না—উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে কতকগুলি

অনুভূতি (feelings) এবং উহাকে পাইবার একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা (striving); এইগুলির সমাবেশে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে উদ্দেশ্য (motive) বলা হয়। আর **উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলে যে গতীয় অবস্থা** (dynamic state)-এর **উদ্ভব হয়, তাহাকে বলা যায় প্রেষণা** (motivation)—ইহা হইল উদ্দেশ্যকে পাইবার 'প্র' বা প্রকৃষ্ট এষণা, বাসনা, ইচ্ছা বা তীব্র অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার অবস্থা; যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্য বস্তু পাওয়া যায়, ততক্ষণ ইহা চলিতে থাকে।

আমরা এখানে বলিলাম যে, উদ্দেশ্যের মধ্যে লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা থাকে —অবশ্য ইহা সম্ভব হয় যদি কার্যটি পূর্ব হইতে পরিকল্পিত হয়; নহিলে এইরূপ কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। এইজন্য অনেক লেখক উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করিবার সময় ধারণা (idea)-র উল্লেখ করেন না।[১]

উদ্দেশ্যকে পাইবার ইচ্ছা জাগে কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে কোন প্রয়োজন (need) মিটাইবার তাগিদে আমরা কার্য করি। এই প্রয়োজন অবশ্য নিছক জৈব প্রয়োজন হইতে পারে, অথবা মানসিক প্রয়োজনও হইতে পারে। প্রয়োজনবোধের ভিতর থাকে একটি চালনা বা তাড়নার ভাব—ইহাই আমাদের কার্য করিতে বাধ্য করে। ইহাকে বলা যায় 'নোদনা' (drive)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, **আমরা যখন কার্য করি তখন কোন প্রয়োজন বোধের তাড়নায় বা প্রভাবে এক বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি চালিত বা নোদিত হই।**

আমাদের প্রচলিত কথাবার্তায় ও সাধারণ আলোচনায় আমরা উদ্দেশ্য, তাড়না, নোদনা, প্রয়োজন ইত্যাদি পদগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখি না এবং অনেক সময় উহাদের পরস্পরের বিকল্প বা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করি। তবে **উদ্দেশ্য পদটিতে লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়** এবং এই লক্ষ্যটিকে মন (উহার চেতন বা অবচেতন স্তর) বিবিধ সম্ভাব্য লক্ষ্য হইতে

১ তুলনীয়: (১) A motive...is a state or set of the individual which disposes him for certain behaviour and for seeking certain goals." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., p. 363).

(২) "Motivation then refers to conditions or states within an organism that cause *persisting* behaviour." (Wenger &c. *Physiological Psychology*, p. 313).

নির্বাচন করিয়া লয়। 'প্রয়োজন' পদটিতে অভাবের প্রতি ইঙ্গিত থাকে; এই অভাবটি কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে স্বস্তির অভাব নির্দেশ করিতে পারে অথবা এমন কোন কিছুর অভাব নির্দেশ করিতে পারে যাহা পাইলে তৃপ্তি, শান্তি, সুখ ইত্যাদি লাভ হইবে[২]। **'নোদনা'-পদটিতে গতীয়তা** (dynamism)**-এর প্রাধান্য আছে**—ইহার প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়। 'উদ্দেশ্য' এবং 'নোদনা' দুইটি পদেই লক্ষ্য (goal)-এর প্রতি ইঙ্গিত আছে—কিন্তু সাধারণতঃ উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'উদ্দেশ্য' (motive)-পদ দ্বারা সূচিত লক্ষ্য বলিতে জৈব প্রয়োজন অপেক্ষা বিবিধ পরিবেশের প্রভাবে মানব মনে যে সব বহু বিচিত্র প্রয়োজন ও বাসনা জাগে সেইগুলিকেই অধিকতর বুঝায়; আর 'নোদনা' (drive)-পদ দ্বারা সাধারণতঃ সূচিত হয় কতকগুলি সহজাত বৃত্তি, প্রেরণা ও বাসনা (যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ইত্যাদি)। উদ্দেশ্যের মধ্যে নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত পার্থক্য অধিক থাকিলেও নোদনার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব এবং একরূপতা দেখা দেয়; তাহা ছাড়া ইহা সাধারণতঃ বংশগত[৩]। একই উদ্দেশ্য (যেমন, প্রতিষ্ঠালাভ বা যশোলাভ) বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে, কিন্তু নোদনার তৃপ্তি মোটামুটি একই উপায়ে সাধিত হইতে পারে (যেমন, ক্ষুধার তৃপ্তি একমাত্র খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব, যদিও অবশ্য ঐ খাদ্য বিবিধ প্রকারের হইতে পারে)। এইজন্য অনেক লেখক মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'নোদনা'-পদটি ব্যবহার করেন এবং অধিকাংশ মনুষ্য-সম্পাদিত কায উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া অভিহিত করেন[৪]।

২ কেহ কেহ (যথা, Krech ও Crutchfield) প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনকে *deficiency motive* এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনকে *abundancy motive* নাম দিয়াছেন।

৩ Stagner, *Psychology of Personality*, p. 259 দ্রষ্টব্য। তিনি 'drive'গুলিকে "determined completely by heredity" এবং 'motive'-কে "variable" এবং "relatively more dependent upon experience" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৪ Woodworth-এর মতে "The word *drive* is preferred by animal psychologists, because it carries no implication of conscious experience or desire." (*Op. cit.*, pp. 363-64).

কোন কোন লেখক আবার উদ্দেশ্য (motive) ও নোদনা (drive) এই দুই পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ না করিয়া উহাদের সমানার্থক ভাবে ব্যবহার করেন[৫]।

(খ) উদ্দেশ্য কী নহে (What motive is not) :

আমরা এই পর্যন্ত উদ্দেশ্য পদের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিলাম। কিন্তু 'উদ্দেশ্য'-পদের অর্থ সুষ্ঠুভাবে বুঝিবার জন্য উহা কী নহে, তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

(১) উদ্দেশ্য (motive) ও উদ্দীপক (stimulus) এক নহে। **উদ্দীপক সাময়িকভাবে এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য করিয়া সংবেদনের সৃষ্টি করে। উদ্দীপক মাত্রই উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হইতে পারে না—বরং কখনও কখনও কোন কোন উদ্দীপক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারে।** যেমন, একজন ছাত্র একটি বই পড়িতেছে—তাহার চক্ষুর উপর যদি হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ে বা বাহিরে যদি খুব গোলযোগ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উদ্দীপক তাহার উদ্দেশ্যের বিঘ্ন-স্বরূপ হইবে। আবার উদ্দীপক উদ্দেশ্যের লক্ষ্যের অনুকূল হইতে পারে বা লক্ষ্যের বিষয়-বস্তুও হইতে পারে; যেমন, একজন ব্যক্তি বিনা শ্রমে অর্থ পাইতে চাহে এবং লটারীর টিকিটের বিজ্ঞাপন এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক উদ্দীপক হিসাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অথবা, একজন পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্যের সন্ধান করিতেছে এবং সে মিষ্টান্ন বা অন্য কোন খাবারের দোকান দেখিতে পাইল। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও লক্ষ্যকে পাইবার বাসনা উদ্দীপক তীব্র করিয়া তুলে, তাহা হইলেও উহারা এক নহে; কারণ উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব হইতেই উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। তাহা ছাড়া উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যাইবার পর উহার লক্ষ্যের

---

৫ ক্লাইন্‌বের্গ (Klineberg) তাঁহার *Social Psychology* গ্রন্থে (পৃঃ ৭৭) 'motive' ও 'drive' পদদ্বয়ের কোন পার্থক্য না করিয়া বলিয়াছেন: "...no attempt will be made here to draw a line of demarcation between motive and drive. These terms will be used interchangeably to refer to the motors of action, the dynamic conditions either within the organism or in the environment, or both, which lead us to seek to reach certain goals."

সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিলেও উহার প্রতি আর আগ্রহ থাকে না। যেমন, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভোজনের শেষ পর্বে (যখন বিশেষ ক্ষুধা থাকে না) নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখাইয়া আহার করিবার জন্য যখন বার বার অনুরোধ জানান হয়, তখন উহারা উদ্দীপক হিসাবে সংবেদনের সৃষ্টি করিলেও উহাদের পাইবার আর বাসনা থাকে না। অর্থাৎ ঐসব উদ্দীপকেরা তখন আর ক্ষুধার লক্ষ্য-বস্তু থাকে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক এক নহে।

(২) **আবার উদ্দেশ্য ও প্ররোচক বা প্রয়োজক (incentive) একার্থবোধক নহে।** প্ররোচক লক্ষ্য হিসাবে কার্য করে না, তবে উহা লক্ষ্যকে পাইবার আগ্রহ তীব্রতর করে এবং ফলে লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ কার্য (means বা instrumental behaviour) ত্বরান্বিত হইতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে; যেমন, অর্থোপার্জনের জন্য একজন শ্রমিক কাজ করিতেছে—তাহাকে বেতনের সহিত 'বোনাস্'-এর প্ররোচনা দেখাইলে সে হয়ত' আরও সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের উপর প্ররোচনা বা প্রয়োজকের একটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্ররোচক উহারা এক নহে।

(৩) **উদ্দেশ্য কোন দৈহিক শক্তি সৃষ্টি করে না।** যেমন, ক্ষুধা দৈহিক শক্তির সৃষ্টি ত' করেই না, বরং দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নির্দেশ করে। তবে, উদ্দেশ্য সাধনকালে পূর্ব হইতে দেহে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার কতকাংশ প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য ব্যয়িত হয়।

(৪) **উদ্দেশ্যকে "কারণ" বলা যুক্তিযুক্ত নয়।** প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'কারণ'-পদটি সাধারণতঃ যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (mechanistic point of view) হইতে ব্যবহৃত হয়; এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয়, 'পূর্বে কারণ ঘটে, পরে কার্য উৎপন্ন হয়'। সুতরাং কারণ হইল অতীতের ঘটনা। কিন্তু উদ্দেশ্য নির্দেশ করে ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন বস্তু বা বিষয়। তাহা ছাড়া, উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ হইল সর্বজনীন।[৬]

৬ তুলনীয়: "Motive...should not be confused with 'cause'. 'Motive' has a forward reference in time. It is concerned with purpose and with the

(৫) আবার **সাফল্য (achievement) ও উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না।** কারণ আমাদের সকল উদ্দেশ্য সকল সময় সার্থক হইতে পারে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনের সামর্থ্য (ability) এবং অনুকূল পরিবেশ (favourable environment)।

(গ) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের লক্ষণ (Marks of motivated behaviour) :

উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্য বলিতে আমরা বুঝি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কার্য। যান্ত্রিক কার্যের সহিত তুলনা করিলে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়[৭] :

(১) যান্ত্রিক কার্য সুরু হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বাহির হইতে কোন শক্তির প্রয়োগ ; যেমন, বাষ্পযানকে চালিত করিতে প্রয়োজন হয় বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ, বৈদ্যুতিক পাখাকে চালিত করিতে প্রয়োজন হয় বাহির হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ। ইচ্ছা-প্রণোদিত কার্যের জন্য বাহির হইতে কোন শক্তির প্রয়োগ বা সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই। এমন কি যেখানে মানুষ কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কার্য করে, সেখানেও সে এই উদ্দীপককে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না, বরং সক্রিয়ভাবে উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করে ; তাহা ছাড়া, উদ্দীপক হইতে কোন শক্তিই কর্তার পেশীতে সঞ্চালিত হয় না। এইজন্য বলা হয় যে, ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য বাহ্য শক্তি হইতে নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বতঃই ও স্বাধীনভাবে (*spontaneously and freely*) উৎপন্ন হয়।

(২) যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উদ্দীপকের প্রয়োগ বন্ধ হইলে ক্রিয়াও বন্ধ হয় ; কিন্তু যে ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া

anticipated consequences of acts. Causation has a backward reference ; it refers to antecedent conditions, i. e., those which immediately precede or accompany an event and which influence it decisively or determine it. Motives are in a sense personal and private, whereas causes are general and public." (Lindesmith & Strauss, *Social Psychology*, p. 300).

অবশ্য 'উদ্দেশ্য সাধন' দৃষ্টিভঙ্গী (teleological standpoint) হইতে কারণকে ব্যাখ্যা করিলে এই পার্থক্য বিশেষ থাকে না।

৭ McDougall, *Outline of Psychology*, pp. 44-46 দ্রষ্টব্য।

ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রয়োজন হইলে উদ্দীপকের অভাবেও চলিতে পারে (*persistence of activity even after the withdrawal of the stimulus*)।

(৩) যন্ত্রের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়া উহা যন্ত্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না—এই কারণে যন্ত্র অটুট্ থাকিলে এবং বাহিরের কোন বাধা না থাকিলে যান্ত্রিক ক্রিয়া অপরিবর্তনীয়ভাবে চলিতে পারে; কিন্তু ইচ্ছা-প্রণোদিত কার্য পরিবর্তনশীল (*variable*)। একটি বৈদ্যুতিক পাখা আমরা যত জোরে চালাইবার ব্যবস্থা করি, ঠিক তত জোরে উহা চলিতে থাকে; কিন্তু মানুষ যখন কোন প্রতিক্রিয়া করে, তখন প্রয়োজন অনুসারে সে তাহার ব্যবহারে নানা পরিবর্তন আনে।

(৪) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কায সমাপ্ত হইয়া যায়। যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে; কারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যন্ত্রের নাই।

(৫) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে প্রস্তুতির ভাব (preparation বা set) থাকে; কিন্তু যান্ত্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না।

(৬) উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই প্রকার কায পুনঃ পুনঃ করার ফলে নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় এবং কাযের ক্রিয়া-কুশলতা বাড়ে; যান্ত্রিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে, কারণ যন্ত্রের যত-দিন না কোন অবনতি ঘটে, ততদিন উহা একইভাবে কার্য করিয়া যাইবে।

৩। প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ (Different classes of Needs and Motives) :

(ক) বিবিধ শ্রেণীকরণ (Different classifications) :

প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার কার্য করিয়া থাকি এবং এই প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুসারে উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা ঘটে। মানুষের প্রয়োজন (ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের) সংখ্যা এত অধিক এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এত সূক্ষ্ম তারতম্য থাকে যে তাহাদের সকলগুলি সুষ্ঠুভাবে বলিতে গেলে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের তালিকা এক বিরাট্ আকার ধারণ করিবে এবং উহার শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

তবে আমরা যদি মানুষের প্রধান প্রধান প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে তাহার প্রয়োজন ও বাসনার একটা স্থূল শ্রেণীকরণ সম্ভব হয়। "মানুষ কী চায়? কী তাহার প্রয়োজন?"—এ প্রশ্নের উত্তরে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, সে বাঁচিতে চাহে, সে নিরাপত্তা চাহে, সে তৃপ্তি চাহে, সে নূতন উদ্দীপন বা অভিজ্ঞতা চাহে[৮]। ইহার জন্য আবার প্রয়োজন কিছু পরিহার (avoid) করা এবং কিছু লাভ (attain) করা। আবার এইগুলির প্রত্যেকটি দেহগত, প্রাকৃতিক পরিবেশগত, সামাজিক পরিবেশগত এবং আত্মসম্বন্ধীয়[৯] হইতে পারে। যেমন,

(১) দেহকে রক্ষা এবং দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপের আধিক্য, দৈহিক ক্লান্তি, অসুস্থতা ইত্যাদি পরিহার বা নিবারণ করিতে চাই।

আবার, দৈহিক তৃপ্তির জন্য আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, যৌনসুখ, দেহের সুস্থতা ইত্যাদি লাভ করিতে চাহি।

(২) প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যেগুলি বিপজ্জনক, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর, বিরক্তিকর সেগুলি পরিহার করিতে চাই।

আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নূতন নূতন বিষয় অনুসন্ধান করিতে, আবিষ্কার করিতে এবং নূতনত্বের সৃষ্টি করিতে চাই।

(৩) সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বৈরীভাব ইত্যাদি পরিহার করিতে চাই।

আবার, গোষ্ঠীভুক্ত থাকিতে, গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষা করিতে, অন্যলোকের সাহচর্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি লাভ করিতে চাহি।

(৪) নিজের হীনতা, পরাজয়, লজ্জা, উৎকণ্ঠা, দুঃখ ইত্যাদি পরিহার করিতে চাই।

আবার, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে, আত্ম-বিশ্বাস অটুট্ রাখিতে বা ফিরিয়া পাইতে, নৈতিক মূল্য বা কোন আদর্শ-নির্দেশক কার্য করিতে,

---

৮ ইংরাজীতে বলিতে গেলে: Man has needs for ***survival***, ***security***, ***satisfaction*** and ***stimulation***.

৯ অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ দেহ হইতে মনকে, বা অহং হইতে পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না।

নিজেকে জানিতে এবং সমাজে ও তথা সমগ্র বিশ্বে নিজের কী স্থান তাহা বুঝিতে আমরা চাই।

উপরের এই তালিকা কিয়দংশে ব্যাপক। অনেক লেখক মানুষের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) **জৈবিক** বা **দৈহিক** এবং (২) **মানসিক**। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীকরণ, যৌনবাসনা বা কামের পরিতৃপ্তি সাধন ইত্যাদি কার্য জৈব প্রয়োজনে সাধিত হয়। আবার মানসিক প্রয়োজন অসংখ্য—অর্থলাভ, যশোলাভ, বিদ্যালাভ, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রয়োজনের তাড়না আমরা মনোরাজ্যে বোধ করি।

এক দল লেখক আবার প্রয়োজনকে (১) **সহজাত** (innate) বা **শিক্ষা-নিরপেক্ষ** (unlearned)[১০] এবং (২) **শিক্ষালব্ধ** (learned) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। নিছক দৈহিক প্রয়োজনগুলি সাধারণতঃ সহজাত। শারীরিক ও মানসিক প্রচয় (development)-এর ফলে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত ব্যক্তি-বিশেষ আরও অনেক অভাব বোধ করে; এবং এই-ভাবে বহুবিধ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রযোজনের সৃষ্টি হয়।

আর এক দল লেখক মানবীয় প্রয়োজনসমূহকে (১) **ব্যক্তিগত** (individual) এবং (২) **সামাজিক** (social) এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি আবার দৈহিক ও মানসিক হইতে পারে।

যে ভাবেই আমরা প্রয়োজনগুলির শ্রেণীবিভাগ করি না কেন, এই সব বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। যেমন, দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনসমূহ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট, কারণ দেহ ও মন পরস্পরকে প্রভাবিত করে। আবার সহজাত ও শিক্ষালব্ধ (বা অভিজ্ঞতা-লব্ধ) প্রয়োজনগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকে না—যেগুলি সহজাত সেগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হয় এবং যেগুলি শিক্ষালব্ধ, সেইগুলির মূলে সহজাত প্রয়োজনও কার্য করিতে পারে। আবার ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত,

১০ সহজাত প্রয়োজনকে পূর্ববর্তী লেখকেরা 'সহজাত বৃত্তি' (instinct) আখ্যা দিতেন। Woodworth-এর ভাষায়: "Unlearned trends were formerly called instincts, but the use of this particular term led to confusion, because an instinct was (and is) defined as an unlearned activity." (*Op. cit.*, p. 370).

কারণ ব্যক্তি ও সমাজ মিথস্ক্রিয়া করার ফলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির উপর সামাজিক ঐতিহ্য, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়ে এবং সামাজিক প্রয়োজনগুলিও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(খ) কয়েকটি প্রধান প্রধান মানবীয় প্রয়োজন (Few examples of principal human needs) :

(১) ক্ষুধা (Hunger) :

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ক্ষুধার প্রয়োজন মিটান একান্ত আবশ্যক। ক্ষুধাকে প্রধান দৈহিক প্রয়োজনসমূহের অন্যতম বলা হয়। উদরযন্ত্রের সঙ্কোচন (stomach contraction)-এর ফলে যে দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই আমরা 'ক্ষুধার যন্ত্রণা' (hunger pangs) আখ্যা দিয়া থাকি[১১]।

এই ক্ষুধার মূলে যদিও সহজাত দৈহিক প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলেও ক্ষুধার প্রয়োজনের সহিত ব্যক্তিগত বিশেষ অভ্যাস এবং কতকগুলি সামাজিক নীতি বা প্রথা জড়িত থাকে। এইজন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভোজ্য-দ্রব্য, ভোজন-সময় ও ভোজনপদ্ধতির তারতম্য দেখা দেয়। এক একজন ব্যক্তি এক এক প্রকারের খাদ্য খাইতে ভালবাসে—কেহ বা মাছের ভক্ত, কেহ বা মাংসের ভক্ত, আবার কেহ বা নিরামিষ আহার পছন্দ করে। আবার এক এক সমাজ, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক এক প্রকার খাদ্যগ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বা প্রতীচ্যে যে সব খাদ্য গ্রহণের প্রচলন আছে, তাহার সবগুলি প্রাচ্যে প্রচলিত নহে।[১২] আবার, হিন্দু-সমাজে গো-মাংস নিষিদ্ধ, কিন্তু অন্য ধর্মীয়-সম্প্রদায়ে উহা নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য নূতন অভ্যাসের ফলে এক সমাজভুক্ত লোক অন্য সমাজের প্রচলিত খাদ্য

১১ ক্ষুধাকে কোন কোন লেখক আন্তরযন্ত্রীয় প্রয়োজন (visceral needs)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার অধীনে আছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাইবার প্রয়োজন, বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন এবং মলমূত্রাদির মাধ্যমে শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় পদার্থের নিষ্কাশনের প্রয়োজন (O. Klineberg, *Social Psychology*, পৃঃ ১৫৩ দ্রষ্টব্য)।

১২ তুলনীয় : "English and American people generally eat different items for breakfast. The Chinese avoid milk and milk products and Americans abhor snake meat, although milk is available in China and snakes in America and both foods are nourishing." (Lindesmith & Strauss, *Social Psychology*, p. 271).

গ্রহণ করিতে শিখে এবং উহার প্রতি আসক্তিও জন্মাইতে পারে; যেমন, প্রাচ্যের কিছু সংখ্যক লোক ইচ্ছাপূর্বক পাশ্চাত্ত্যদেশের ভোজনরীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, এক এক সমাজে বা দেশে এক এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভোজন কার্য সমাধা করা হয়—পাশ্চাত্ত্যদেশীয় প্রথায় আহার-কালে টেবিলের উপর আহার্য ও পানীয় দ্রব্য রাখিয়া ছুরি, কাঁটা, চামচ সহযোগে আহার করা হয়; চীনা প্রথায় কাঠি ব্যবহার করা হয়; ভারতীয় প্রথায় সাধারণত হাত ব্যবহার করা হয়। আবার, অভ্যাস ও দলীয় প্রথা অনুসারে আহারের এক একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে, এবং ঐরূপ সময় আগত-প্রায় হইলে ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হয়। ইহা ছাড়া, আহারের পাত্র, রন্ধনের পদ্ধতি ইত্যাদিও আমাদের আহারের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার, অনেক সময় মানুষ বিশেষ বিশেষ সঙ্গীর সহিত পান-আহার করিতে ভালবাসে। এইজন্য সে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গলাভের জন্যও মধ্যে মধ্যে পান-আহারে প্রবৃত্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আহারের মূল প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দেখা দেয়[১৩]; অতএব ক্ষুধার তাড়না বা প্রয়োজন সহজাত।

১৩ যাহা দেহের পুষ্টি ও বর্ধনের জন্য প্রয়োজন তাহারই প্রতি ক্ষুধার স্বাভাবিক স্পৃহা থাকে কি না সে বিষয় নানাবিধ পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষণাগারে কতকগুলি ইঁদুরকে ভিটামিন্ 'বি' হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া তাহার পর খাইবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত আধারে ভিটামিন 'বি'-সংযুক্ত আহার বা পানীয় আছে, সেইগুলির প্রতিই ঐ সব ইঁদুরের সর্বাধিক আকর্ষণ।

কোন জীবের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অপসারিত করার পর উহা অত্যধিক লবণ না গ্রহণ করিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে উহার মৃত্যু ঘটে। কতকগুলি ইঁদুরের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অপসারিত করার পর দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের কতকগুলি খাবারে যদি অতিরিক্ত লবণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে সব খাবারে লবণের আধিক্য সেইগুলি খাইবার জন্য তাহাদের অত্যধিক আগ্রহ জন্মে।

ডেভিস্ (Davis) শিশুদের উপর অনুরূপ একটি পরীক্ষা করেন। তিনি কতকগুলি শিশুর সম্মুখে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ত্রিশটি খাবার রাখিতেন এবং তাহাদের ঐ সব খাবার হইতে যাহা খুসী তাহা খাইবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ছয় মাস ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শিশুরা সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যই আহার করিয়াছে।

অবশ্য এই সব পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সকল সময়ই যাহা শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর তাহার প্রতি পরিণতবয়স্কদের স্পৃহা থাকে। যেমন, যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকর তৈলাক্ত খাবারের দিকে অনেকের স্পৃহা থাকে, কলে ছাঁটাই চাউল (যাহাতে ভিটামিন্ 'বি'-র অভাব) অনেকে আহার করিতে পছন্দ করে।

কিন্তু কী উপায়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইবে (অর্থাৎ, কোথায়, কখন, কাহার সহিত এবং কী খাইয়া ক্ষুধার উপশম করিতে হইবে) তাহা শিক্ষালব্ধ (learned)। তাহা ছাড়া, আহারের ইচ্ছার সহিত সকল সময়ই যে দেহের প্রয়োজন (যাহা উদরের সঙ্কোচন জন্য সংবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়) অনুভূত হয় তাহা নহে; যেমন, উদর অপূর্ণ না থাকিলেও বিশেষ প্রকার খাদ্যের গন্ধে, বা আহারের সময় আসিলে, বা কোন প্রিয় ভোজনালয় দেখিলে বা প্রিয় সঙ্গীর সাহচর্যলাভের বাসনায় আমাদের আহারের 'প্রয়োজন' দেখা দিতে পারে।

(২) যৌন প্রয়োজন বা কাম (sex) :

জৈব প্রয়োজনগুলির মধ্যে একটি হইল যৌন প্রয়োজন বা কাম। ইহার পূরণের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ তৃপ্তি বোধ করে। ক্ষুধা দূরীকরণ যেমন বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন, কামের পরিপূরণ অবশ্য সেই অর্থে অপরিহার্য নহে। ক্ষুধার প্রয়োজন যেমন জন্মের পরমুহূর্ত হইতে দেখা যায়, কামতৃপ্তির বাসনা কিন্তু শৈশব হইতে দেখা যায় না; উহা যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেখা যায়। (অবশ্য ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য)।

মানুষের মনে যৌন কামনা উদ্ভবের মূলে যে সমস্ত দৈহিক উপাদান ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহার সহিত মনুষ্যেতর বহু প্রাণীর অনুরূপ কামনার মূলে যে দৈহিক উপাদান থাকে, তাহার সহিত সাদৃশ্য আছে। এই দিক্ হইতে মানুষের কামকে দৈহিক ও সহজাত বলা যায়। তবে মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি, রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি তাহার কামকে এক জটিলরূপ দান করিয়াছে, এবং বিভিন্ন সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকার জন্য এক এক সমাজে কামের প্রকাশ এক এক আকার ধারণ করিয়াছে।[১৪] আবার ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কত প্রক্ষোভ বা

---

১৪ তুলনীয়: "In man, the organic factors are much the same as in animals, so that there is undoubtedly an *unlearned* trend in sex behaviour. Human courtship must be largely *learned* behaviour, it differs so widely from one social group to another." (Woodworth, *op. cit.*, p. 372).

যৌন কামনার প্রকাশ সামাজিক আদর্শের প্রভাবে এক এক সমাজে এক এক কালে কিরূপ বিভিন্নরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য Klineberg, *Social Psychology*, পৃঃ ১২৮-১৫৩ দ্রষ্টব্য।

আবেগ প্রকাশ পায়; ইহাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ তাহার পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলে, আবার ইহারই প্রভাবে অনেক মানুষ নানা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়।

(৩) মাতৃ-বৃত্তি বা মাতৃত্বের নোদনা (Maternal motive or drive) :

মাতৃত্ববোধের সহিত কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাকে (যথা, কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোনের প্রভাব, স্তনদুগ্ধের আবির্ভাব ইত্যাদি)। ইহার ফলে সন্তানের জন্মের জন্য মাতৃমনে প্রস্তুতি জাগে এবং সন্তান জন্মের পর তাহার প্রতি নানাভাবে স্নেহের প্রকাশ পায়। অবশ্য মাতৃত্ববোধ ও সন্তান-কামনা এক নহে—কারণ শিশুর জন্মের সময় হইতে মাতৃত্ববোধ দেখা দেয়, কিন্তু সন্তান ধারণের বহু পূর্ব হইতেই সন্তানকামনা থাকিতে পারে।[১৫]

মাতৃত্ববোধের তীব্রতা সকল কৃষ্টির মধ্যে বা সকল নারীর মধ্যে সমভাবে প্রকাশ পায় না। যদিও সাধারণতঃ মাতৃত্ববোধ গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের সন্তানের প্রতিও প্রকাশিত হয়), তাহা হইলেও এমন অনেক আদিম জাতি আছে যাহাদের মধ্যে অপরের পুত্রকন্যাকে দত্তক হিসাবে গ্রহণই স্বাভাবিক বা সাধারণ প্রথা[১৬], এবং সেই কারণে এই সব জাতির স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্তান প্রসবের সহিত মাতৃত্ববোধ জড়িত, এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে ইহাও দেখা যায় যে, দুই তিনটির বেশী সন্তান স্বল্পব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিলে জননী হইয়াও নারী নির্বিকার চিত্তে নবজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছে।[১৭] এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃত্ববোধের একটি সার্বিকরূপ দেওয়া দুরূহ।

১৫ তুলনীয়: "...It is important to keep in mind that there is a distinction, psychologically, between the desire to have children and the urge to care for them. ...Although clearly related biologically, they are distinct as motives." (Klineberg, *Social Psychology*, p. 29).

১৬ যথা, মারে (Murray) দ্বীপ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বোর্ণিও ইত্যাদি স্থানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

১৭ যথা, New Hebrides ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সভ্যসমাজে এবং অনেক আদিম জাতির মধ্যেও সন্তানের জনকের মনে পিতৃত্ববোধ এবং তজ্জনিত নোদনা দেখা দেয় (যদিও এইরূপ নোদনার মূলে দেহাভ্যন্তরে কোন জৈবিক বা রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দেয় না)।

(৪) সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন (Defence & Aggression) :

আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করি, তাহা সকল সময় আমাদের অনুকূল বা সহায়ক নহে। এইজন্য আমরা প্রতিকূল অবস্থা হইতে নিজেদের দূরে রাখি অথবা উহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হই।

আমাদের দেহ-যন্ত্রের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা আছে যে, দেহের পক্ষে ক্ষতিকর অবস্থার উদ্ভব হইলে আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করি : যেমন, দেহের কোন অঙ্গ অতিরিক্ত উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে আমরা তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লই, নাসিকার মধ্যে অস্বস্তিকর কিছু প্রবেশ করিলে হাঁচিয়া উহাকে বাহির করিয়া দিই ইত্যাদি। আবার, অধিকতর বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইলে যদি দেখি আমাদের উহাকে প্রতি-রোধের ক্ষমতা নাই, তখন আমাদের অন্তরে ভয়রূপ প্রক্ষোভ দেখা দেয় এবং ঐ স্থান হইতে আমরা পলায়নের চেষ্টা করি।

অপরপক্ষে যদি আমরা দেখি যে, আমরা প্রতিকূল অবস্থার সমকক্ষ হইতে পারি, উহাকে অপসারণ করিবার শক্তি আমাদের আছে, তাহা হইলে আমরা উহাকে আক্রমণ করি বা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই যুদ্ধ করি না, আক্রমণাত্মক (aggressive) স্বভাবের জন্যও যুদ্ধে লিপ্ত হই ; যেমন, কলহপরায়ণ বা 'ঝগড়াটে' স্বভাবের লোকেরা সামান্য অছিলাতেই ঝগড়া করে বা মারামারি করে।[১৮]

১৮ Woodworth-এর ভাষায় : "Pugnacious individuals, dogs or men, seem to derive more solid satisfaction from a good fight than from any other amusement. A good fighting dog will sally forth in search of an opponent. A pugnacious person will 'pick a quarrel' by provoking some one who is minding his own business. We must recognise aggressive fighting then, as well as defensive, and both sorts are important in social situations." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 375).

(৫) অনুসন্ধিৎসার বা কৌতূহলের নোদনা (Exploration or Curiosity Drive) :

জীবমাত্রেরই উহার পরিবেশের উপযুক্ত প্রতিযোজনমূলক (adaptive) কার্য করিবার ক্ষমতা আছে—উহা পরিবেশকে উহার নিজস্ব জ্ঞানের সীমারেখার মধ্যে আনিতে চাহে। সুতরাং অনুসন্ধিৎসা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও পেশীর ব্যবহারে প্রকাশিত হয় না—পরিবেশের সহিত পরিচিত হইবার প্রচেষ্টার মাধ্যমেও উহা প্রকাশিত হয়। মানবের ক্ষেত্রে এই নোদনা আরও পরিস্ফুটভাবে দেখা যায়। শৈশব হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু যখন নূতন কিছু দেখে তখন কৌতূহলভরা চোখে উহা কী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে—কোন শব্দ শুনিলে উহা কিসের শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিতে চাহে ; কোন কিছু তাহার সম্মুখে ধরিলে সে হাত দিয়া উহা আঁকড়াইতে চাহে। এই সকল ব্যবহারই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার প্রকাশক এবং এই সকল ব্যবহার দ্বারা বাহ্যজগৎ কী তাহা জানিতে ও তাহার সহিত প্রতিযোজন করিতে শিশু চেষ্টা করে।

আহার ইত্যাদি প্রাথমিক ও জৈব ব্যবহারের ন্যায় অনুসন্ধিৎসারও মূলে জৈব প্রয়োজন, অর্থাৎ বাঁচিবার উদ্দেশ্য (বা motive of survival) আছে এবং উহাদেরই ন্যায় ইহাও শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।[১৯]

---

১৯ জীবজগতে অনুসন্ধিৎসামূলক কার্য্যের কী উদ্দেশ্য এবং উহার জন্য প্রাণী কতটা শক্তি ব্যয় করিতে চাহে? এই প্রশ্নের উত্তরে একদল লেখক বলেন যে, জীবেরা বাঁচিয়া থাকা, যৌনতৃপ্তির জন্য সঙ্গী পাওয়া এবং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা (to survive, to find a mate and to be safe) এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা বাহ্য পরিবেশকে বুঝিতে চাহে। এই কার্যের জন্য তাহারা ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, অর্থাৎ এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা কম শক্তি ব্যয় করে। ইহাকে বলা হয় *'Law of Least Effort.'*

প্রাণি-মন সম্বন্ধে গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, উপরে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও মনুষ্যেতর প্রাণীরা ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা করে এবং ন্যূনতম শক্তির অধিক শক্তিই তাহারা ব্যয় করে। মানুষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য—মানুষ উপযুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যান্য বহু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে। তাহা ছাড়া, মানুষ এক কার্যে স্বল্পশক্তি ব্যয় করিলে অন্য কার্যে অধিক শক্তি ব্যয় করে।

(গ) শিক্ষালব্ধ প্রয়োজন, নোদনা ও উদ্দেশ্য (Learned needs, drives & motives) :

আমরা এ পর্যন্ত যে সকল প্রয়োজনের উদাহরণ দিলাম, তাহাদের সকলগুলিই প্রাথমিক বা জৈবিক, অর্থাৎ কোন-না-কোন জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজন মিটাইবার নানা উপায় মানুষ নানাভাবে আবিষ্কার করিয়াছে এবং এই কারণে মানবীয় কার্যসমূহ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্মুখীন হওয়ার ফলে আবার নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন উদ্দেশ্য দেখা দেয়। পরিণতবয়সের সকল প্রয়োজন যে প্রাথমিক জৈব প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় তাহা নহে; নূতন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইতে পারে।[২০] তাহা ছাড়া, কোন প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যাহার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা আবার অনেক সময় ক্রমশঃ "স্বাধীনতা" (autonomy) লাভ করে এবং তাহা নিজেই একটি পৃথক্ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। যেমন, একজন হয়ত' জীবিকা অর্জনের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, এখানে সমুদ্রে যাওয়া জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। কালক্রমে সমুদ্রে যাওয়া নিজেই একটি "স্বাধীন" প্রয়োজনে পরিণত হইতে পারে, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পরে সমুদ্রে যাইতে ভাল লাগে বলিয়াই সমুদ্রে যাইতে চাহে—তখন আর উহা জীবিকার্জনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না।[২১] এইভাবে বহু নূতন প্রয়োজনের তাড়না ব্যক্তি-বিশেষ অনুভব করে এবং উহার ফলে সে বিবিধ কার্য করে।

মানুষের প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে জৈব প্রয়োজন ও সামাজিক প্রয়োজন এবং মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কোন প্রয়োজন, নোদনা বা উদ্দেশ্য কেবল দৈহিক (বা জৈবিক) বা কেবল মানসিক বা কেবল সামাজিক নহে। তবে (ক)

---

২০ তুলনীয়: "Radically new motives may emerge from the environment, or better from the individual's dealings with the environment." (Woodworth, *op. cit.*, p. 383).

২১ আলপোর্টের মতবাদ (পৃঃ ২৪৩ দ্রষ্টব্য)।

কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহারা দেহের রক্ষণ, বর্ধন ও প্রচয়ের জন্য আবশ্যক। তাহাদের যে 'ভিত্তি' সম্পূর্ণরূপে দৈহিক, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে মানুষের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকাশ ও চরিতার্থতার উপায় সামাজিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। (খ) কতকগুলি প্রয়োজন আছে যাহাদের দৈহিক ভিত্তি আছে এবং সকল সমাজেই যাহাদের প্রকাশ আছে, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যতিক্রম ঘটে (অন্ততঃ বাহ্য আচরণে উহাদের প্রকাশ দেখা যায় না), যেমন, যৌনকামনা, মাতৃত্ববোধ। (গ) কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহারা গৌণতঃ বা পরোক্ষভাবে দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাদের ব্যতিক্রম দেখা যায়; যেমন, আক্রমণাত্মকভাব (aggressiveness), বিপদের মুখে পলায়ন এবং আত্মসাম্মুখ্য (self-assertiveness)। (ঘ) কতকগুলি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে যাহাদের কোন দৈহিক ভিত্তি জানা নাই, কিন্তু সামাজিক প্রভাবের ফলে অধিকাংশ মানব গোষ্ঠীর ভিতরই তাহাদের দেখা যায়, যেমন, যূথচারিতা (gregariousness), সংগ্রহশীলতা (acquisitiveness), পিতৃত্বের নোদনা (paternal drive)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন কারণে জটিল আকার ধারণ করে। আবার একাধিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের সমাবেশের ফলে একটি কার্য সম্পন্ন হয়। একজন ছাত্র বিদ্যার্জনের কাযে লিপ্ত আছে—উহার মূলে অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্য করে; যথা, জ্ঞানলাভ, অর্থলাভ, প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি। একজন সম্পত্তির অধিকারী হইতে চাহে, কারণ সে হয়ত' উহার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, আর্থিক কৃচ্ছ্রতা নিবারণ, এবং পুত্রাদির ভবিষ্যৎ সংস্থান করিতে চাহে।

মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে নানা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং ইহারা নানাভাবে মানুষকে পরিচালিত করে।

(ঘ) ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Frustration Reaction Motives)

আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক সময়ই দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমরা কার্য করি তাহা সকল সময় সার্থক হয় না; অর্থাৎ অনেক সময়

আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আমরা অনেক সময় এই ব্যর্থতা মানিয়া লই না—ইহার ফলে নানারকম প্রতিক্রিয়া করি। আমাদের এই প্রতিক্রিয়াগুলি দুই প্রকারের—সুপ্রতিযোজনমূলক (adaptive) এবং অপপ্রতিযোজনমূলক (mal-adaptive)।

সুপ্রতিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে হতাশার ভাব আসে না। বরং প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিকল্প ক্রিয়ার কথা চিন্তা করা হয়; যেমন, আমরা পথ চলিতে চলিতে যদি নির্বাচিত পথ বন্ধ দেখি, তখন অন্য পথ ধরিয়া লক্ষ্যস্থলে যাইতে চেষ্টা করি। সেইরূপ সকল ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই যদি নির্বাচিত উদ্দেশ্য পূরণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে বিকল্প উপায় বা উদ্দেশ্য (detour behaviour) চিন্তা করিতে পারি (যদিও সকল ব্যক্তি সকল সময় তাহা করে না)। আবার কেহ কেহ 'উদ্গতি' (sublimation)-এর চেষ্টা করে। আমাদের এমন অনেক উদ্দেশ্য আছে যাহা সামাজিক আদর্শের বিরোধী—এরূপ ক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্য ও উহার সহিত প্রক্ষোভ বা আবেগের বিষয়বস্তু এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে পারি যাহাতে উহা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন, সকল যৌন বাসনা সকল সময় সমাজ পূর্ণ করিতে দেয় না; এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ কলা-শিল্প, রোমান্টিক কাব্য ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে তাহার আদি বা মূল বাসনার উদ্গতি (sublimation)-এর চেষ্টা করে। কেহ কেহ ক্ষতিপূরণ (compensation)-এর মাধ্যমে ব্যর্থ উদ্দেশ্য গৌণভাবে সার্থক করিতে চাহে। একজন হয়ত' অপরের সঙ্গলিপ্সু, কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া অপরকে আকর্ষণ করিতে পারে না; সে এমন মধুর আচরণ করিতে পারে যে, তাহার বাহ্য কুৎসিৎ রূপ সত্ত্বেও অপরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে তাহার মধুর ব্যবহার কুরূপের ক্ষতিপূরণ করিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ব্যর্থতাকে মানিয়া লইতে পারে না এবং উহার বিরুদ্ধে অপপ্রতিযোজনমূলক কার্য করিয়া থাকে[২২]।

---

২২ "পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের আত্মহত্যা", "বরখাস্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রাক্তন মনিব ছুরিকাহত", "ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক চালের গুদাম লুঠ"—ইত্যাদি যে সমস্ত সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই পড়িয়া থাকি, সেইগুলি হইল ব্যর্থতার বিরুদ্ধে অপপ্রতিযোজনমূলক কার্য।

বিবিধ অপপ্রতিযোজনমূলক কার্যের মধ্যে অন্যতম হইল আক্রমণাত্মক ব্যবহার (aggression)। ইহা যে কেবল দৈহিক আঘাতের রূপ ধারণ করে তাহা নহে, অনেক স্থলে ইহা তীব্র 'মৌখিক প্রতিবাদের' (যেমন, ঝগড়া, চেঁচামেচি, গালাগালি) আকার ধারণ করে। আবার যেখান হইতে মানুষ বাধা পায়, অনেক সময় তাহাকে আক্রমণ না করিয়া যাহার সহিত বাধার সংস্রব নাই তাহাকে আক্রমণ করে; যেমন, অফিসে তিরস্কৃত হইয়া কেহ হয়ত' বাড়ীতে ফিরিয়া অপরের সহিত ঝগড়া করে।

এই আক্রমণ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের উপর না হইয়া নিজের উপরও হইতে পারে; তখন ইহা আত্মনিগ্রহ (যথা, নিজেকে নিজে আঘাত করা, উপবাস করিয়া থাকা), এমন কি আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংসের রূপ ধারণ করিতে পারে।

কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে প্রত্যাবর্তন (regression) ঘটে। এরূপ লোক শিশুসুলভ আচরণ করে; কারণ শৈশবে পিতামাতার স্নেহযত্নের মধ্যে সর্বাধিক নিরাপত্তা ছিল এবং অনুরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাইলে নিরাপত্তা মিলিবে, এই ধারণা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে।

কেহ কেহ আবার ব্যর্থতার ক্ষেত্র হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত (withdraw) করিয়া অন্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে; যেমন, যাহার পারিবারিক জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, সে হয়ত' 'দেশের সেবায়' কিংবা 'সমাজ সংস্কারের' কার্যে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। এইরূপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ ব্যক্তিগত জীবনের তীব্র শোক বা তিক্ত অভিজ্ঞতা মদ্যপান ইত্যাদির দ্বারা ভুলিতে চাহে।

স্বীয় জীবনের ব্যর্থতাকে জয় করিতে পারিয়াছে, এইরূপ কল্পনা কেহ কেহ মনঃসৃষ্টি (phantasy), বা দিবাস্বপ্ন (day-dreaming)-এর মাধ্যমে করিয়া থাকে। (পৃঃ ৬৫৫-৫৭)। যাহাকে স্কুলের বন্ধুরা 'অক্ষম' মনে করিয়া খেলিতে নেয় না, সে হয়ত' দিবাস্বপ্ন দেখে যে, ভবিষ্যতে সে আই. এফ. এ. শীল্ড ম্যাচে খেলিয়া প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং তাহারই স্কুলের বন্ধুরা অবাক্ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

কেহ কেহ নিজের ব্যর্থতার জন্য নিজের দায়িত্ব বা অক্ষমতা স্বীকার না

করিয়া উহার সপক্ষে মিথ্যা যুক্তি দেখায়। ইহাকে বলা হয় 'যুক্ত্যাভাস' (অর্থাৎ যুক্তির আভাস, বা 'rationalisation')। যেমন, যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর 'অনার্স' পাইবে বলিয়া খুব দম্ভভরে প্রচার করিয়া বেড়াইত, সে যখন তাহা পাইল না, তখন হয়ত' সে বলিয়া বেড়াইবে (এবং মনে মনে বিশ্বাসও করিবে) যে, তাহার উত্তরের ভঙ্গিমা এত উচ্চস্তরের এবং মৌলিক (original) হইয়াছিল যে, 'সেকেলে' পরীক্ষকেরা তাহার উত্তরের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে আবার অন্যের উপর দোষার্পণ করিয়া নিজের দোষ স্খালন করা হইল—ইহাকে বলা হয় 'অভিক্ষেপ' (projection।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **যেমন কোন লক্ষ্যে পৌঁছিবার ইচ্ছা ব্যক্তি-বিশেষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে না পৌঁছিতে পারিলেও ব্যর্থতা তাহাকে নানা কার্যে বা অপকার্যে নিয়োজিত করে।**

৪। **নির্জ্ঞান প্রেষণা—ফ্রয়েডীয় মতবাদ (Unconscious Motivation—Freudian theory):**

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত কার্য করি তাহার পশ্চাতে কী উদ্দেশ্য আছে তাহা আমরা সকল সময় জানি না। অনেক সময় আমরা এই সব কার্যকে 'আকস্মিক', 'অভ্যাসগত', 'রোগের লক্ষণ' ইত্যাদি নানাভাবে অভিহিত করি; কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সব কার্যের প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্য অব্যাখ্যাত রহিয়া যায়। এই সব কার্যের কারণ আমাদের চেতনার অগোচরে নির্জ্ঞানস্তরে থাকে বলিয়া ইহাদের ব্যাখ্যা এত দুরূহ হয়। এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামিগণ।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূলসূত্রগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১০৯-১৬, ২৯১-৯৩)। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি ফ্রয়েডীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিব:

(১) আমাদের সকল কার্যের মাধ্যমে কাম (libido) তৃপ্তির সন্ধান খুঁজিতেছে। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়া **'সুখ-সূত্র'** (pleasure principle) অনুসরণ করিয়া চলে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু সকল সময় ইচ্ছামাত্র যে কোন সুখ পাইবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক;

সইজন্য ভবিষ্যতে অধিকতর সুখের আশায় বর্তমানের সুখের সম্ভাবনা ত্যাগ করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় **'বাস্তবতা-সূত্র'** (Reality-principle)।[২৩]

(২) আমাদের বাসনা সকল সময় সামাজিক আদর্শানুগ নহে ; এইজন্য সমাজে আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। যে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে, সেইগুলিকে অবদমন (repress) করা হয়।

(৩) আমাদের মনের তিনটি বিভিন্ন স্তর (levels) আছে—সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান। যে সমস্ত বাসনাকে আমরা অবদমন করি, সেইগুলি মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয় না—তাহারা মনের নির্জ্ঞানস্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। নির্জ্ঞান হইল অবদমিত বাসনার আধার (১১২ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ স্তরে বাসনাগুলি ক্রিয়াশীল (dynamic) থাকে এবং উহারা সংজ্ঞান স্তরের কার্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করিয়া চরিতার্থতা বা তৃপ্তির সন্ধান করে।

(৪) বাসনাগুলি যখন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তখন সাধারণতঃ উহারা নিজেদের সামাজিক আদর্শ-বিরোধী রূপটিকে এমন কৌশলে প্রতীক (symbol)-এর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখে যে তাহাদের চেনা যায় না।

(৫) শৈশব হইতেই কামের প্রকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি-বিশেষের ভাবী কালের ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণসমূহ শৈশবের কামজ বাসনা (libidinous

২৩ তুলনীয় : "In the psychoanalytic theory of the mind we take it for granted that the course of mental processes is automatically led by the 'pleasure-principle'; that is to say, we believe that any given process originates in an unpleasant state of tension and therefore determines for itself such a path that its ultimate issue coincides with a relaxation of this tension, *i.e.*, with avoidance of 'pain' or with production of pleasure." "Under the influence of the instinct of the ego for self-preservation, it is replaced by 'the reality-principle' which without giving up the intention of ultimately attaining pleasure yet demands and enforces the postponement of satisfaction...". (S. Freud, ***Beyond the Pleasure Principle***, p. 185). [ইহার সহিত গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের 'মার্জিত সুখবাদ' (Refined Egoistic Hedonism) তুলনীয়]।

সুখান্বেষী বাসনার শক্তি বা 'চাপ'-কে গতিশীল তরলপদার্থের চাপের (pressure in a hydraulic system-এর) সহিত Hendrick তুলনা করিয়াছেন। (তাঁহার রচিত *Facts and Theories of Psychoanalysis* দ্রষ্টব্য)।

wishes)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট। শৈশবে যে সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া কাম আত্মপ্রকাশ করে এবং এই সকল স্তরে শিশু যে সকল দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয়, সেইগুলি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে।

এই কয়েকটি সূত্র হইতে প্রেষণা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদ বুঝা যাইতে পারে :

(১) প্রেষণার বিষয়-বস্তু ও প্রকাশের রূপ নির্জ্ঞানস্তরে অবস্থিত অবদমিত বাসনার দ্বারা নির্ধারিত। (২) এইগুলি অনেকক্ষেত্রে অতীতের অর্থাৎ শৈশবের অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট। (৩) আমাদের বাসনাগুলি দুঃখ বা কষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টা করে এবং সুখের অন্বেষণ করে।

এখন কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক্।

(১) আমরা কথা বলা বা লেখায় যে ভুল করি বা করণীয় কার্য করিতে যে ভুল করি, তাহা কোন-না-কোন ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত (যদিও সে ইচ্ছা নির্জ্ঞানস্তরে থাকে বলিয়া ঐ সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি)। (পৃঃ ৩৩৫ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমরা ভুল করিতে চাই বলিয়া ভুল করি।[২৪]

রামবাবু তাঁহার 'বিশেষ বাল্যবন্ধু' উমাপতিবাবুর নাম হয়ত' কোন প্রয়োজনের সময় কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না; তিনি যদুপতি, ধনপতি, গজপতি ইত্যাদি অনেক নামই মনে করিলেন, কিন্তু আসল নামটি মনে আসিল না। এক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, বাল্যকালে উমাপতিবাবু রামবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং তখন হইতেই রামবাবু উমাপতিবাবুকে পছন্দ করেন না; কিন্তু সে ভাব তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই (সম্ভবতঃ লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসও পান নাই)।

আমরা অনেক সময় যাহা মনে মনে ইচ্ছা করি বা যে ভাব গোপনে পোষণ করি (কিন্তু প্রকাশ করিতে চাহি না), 'ভুলক্রমে' তাহাই বলিয়া ফেলি বা লিখিয়া ফেলি। যেমন, কোন সভার সভাপতি সভারম্ভের প্রথমেই

---

২৪ 'ভুল' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফ্রে[illegible] *Introductory Lectures on Psychoanalysis*, Lect. II-IV দ্রষ্টব্য।

যদি বলিয়া ফেলেন যে 'এইবার সভার কার্য শেষ হইল', তখন বুঝিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার মনের নির্জ্ঞানস্তরে অতি শীঘ্রই সভার সমাপ্তি ইচ্ছা করেন।

লিখিবার সময় আমরা নির্জ্ঞান বাসনার প্রভাবে ভুল করি। নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অনেক সময় আমরা তারিখ লিখিবার সময় বিগত বৎসর লিখিয়া ফেলি। এস্থলে সাধারণতঃ বলা হয় যে, এক বৎসরের পুরাতন অভ্যাস চলিয়া যাইতে চাহে না বলিয়া এইরূপ ভুল হয়। ফ্রয়েডের মতে কিন্তু ইহার কারণ এই যে, মনের নির্জ্ঞানস্তরে আমরা মোটেই পছন্দ করি না যে, আমাদের বয়স বাড়িয়া যাউক এবং আমরা বার্ধক্যের পথে অগ্রসর হই। সেইরূপ টাইপিষ্টের টাইপ্ করায় ভুল বা কম্পোজিটরের কম্পোজ করায় ভুল আলোচনা করিলেও আমরা তাঁহাদের নির্জ্ঞানস্তরের সুপ্ত বাসনার খবর জানিতে পারি।[২৫]

আমরা কোন একটি জিনিষ কোথায় রাখিয়াছি তাহা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাই; যেমন, ক্যাশবাক্সের চাবি কোথায় রাখিয়াছি তাহা মনে করিতে পারি না। ইহার কারণ এমন হইতে পারে যে, আমরা টাকা খরচ করিতে চাহি না বলিয়া চাবির কথা মনে করিতে পারি না। ডাকবাক্সের চিঠি দিবার জন্য চিঠি মাঝে মাঝে পকেটেই পড়িয়া থাকে, তাহা আর ডাকবাক্সে ফেলা হয় না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, যাহার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা হইয়াছে মনের সঙ্গোপনে তাহাকে মোটেই পছন্দ করি না এবং নিতান্ত 'দায়ে পড়িয়া' হয়ত' তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি; অথবা অপরের লেখা চিঠি যদি তাহার অনুরোধে ফেলিবার জন্য লইয়াছি হয়, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে,

২৫ এখানে একটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে:

এক সংবাদপত্রের ছাপাখানার কম্পোজিটরকে নিম্নলিখিত সংবাদটি কম্পোজ করিতে হয়: 'The Crown Prince presided over the function'। তিনি কম্পোজ করিবার সময় Crown কথাটির 'r'-এর স্থলে 'l' বসাইয়া ফেলিলেন। প্রুফ-রীডারও উহা লক্ষ্য করিলেন না। সংবাদপত্রে ছাপা হইল "The Clown Prince..."; কর্তৃপক্ষ ঐ কম্পোজিটরকে একটি 'সংশোধনী' পরের সংখ্যায় বাহির করিতে নির্দেশ দেন। সেবারে তিনি Crown কথাটির 'n' ফেলিয়া দিলেন; সুতরাং পরের সংখ্যার 'সংশোধনী'-তে ছাপা হইল "The Crow Prince..."। এ ক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, কম্পোজিটরের এবং হয়ত' প্রুফ-রীডারেরও নির্জ্ঞানে রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আছে এবং তাই তাঁহারা 'Crown Prince' পদটি লইয়া এত গোলযোগ করিতেছেন।

অনুরোধকারী বা অনুরোধকারিণীকে মনের অগোচরে আর পছন্দ করি না এবং তাহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইবার জন্য তাহার অনুরোধ (অর্থাৎ, চিঠি ফেলা) পালন করিতেছি না।

(২) আমাদের কতকগুলি কাজ আছে যাহার সপক্ষে আমরা যে 'যুক্তি' দেখাই তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে; তাহাদের আসল কারণ নির্জ্ঞানস্তরে নিহিত থাকে। এমন কোন কোন শিক্ষক আছেন যাঁহারা অতি সামান্য ত্রুটির জন্য নির্দয়ভাবে ছাত্রদের প্রহার করেন; তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রদের 'মঙ্গলের' জন্যই তাঁহারা প্রহার করেন। কিন্তু তথাকথিত 'লাঠ্যৌষধ' নির্বিচারে প্রয়োগ করিলেই যে ছাত্রেরা 'মানুষ' হয় না একথা সকলেই জানেন; তাহা ছাড়া যেরূপ সামান্য অজুহাতে এবং যেরূপ নির্দয়ভাবে তাঁহারা প্রহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করা চলে না। এরূপক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, ঐ সব ব্যক্তিরা তাঁহাদের নির্জ্ঞানে মর্ষকামী (sadist) এবং তাঁহারা প্রহার করিয়া সুখ পান বলিয়া প্রহার করেন। সুতরাং কেবল প্রহাররূপ কার্য নহে, তাঁহাদের বাহ্য **'যুক্ত্যাভাস'** (rationalisation)-ও **নির্জ্ঞানস্তর দ্বারা প্রেষিত**।

(৩) কোন কোন ব্যক্তির দেখা যায় যে, তাঁহারা **অস্বাভাবিক নিষ্ঠার** সঙ্গে কোন একটি আচার পালন করেন: যেমন, কেহ কেহ দিনের মধ্যে বহুবার অনেকক্ষণ ধরিয়া 'হাত-পা' পরিষ্কার করিবার জন্য ধুইতে থাকেন এবং কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হ'ন না। এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত' দেখা যাইবে যে, ঐরূপ ব্যক্তিদের নির্জ্ঞানস্তরে 'অপরাধের ধারণা' আছে এবং তাঁহারা যেন ঐরূপ আচারের মাধ্যমে নিজেদের পাপকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন।[২৬]

(৪) **হিষ্টিরিয়া ও বিবিধ মানসিক রোগের লক্ষণগুলি** অপূরিত বাসনাদ্বারা প্রেষিত (পৃঃ ১১১)। সেইরূপ **স্বপ্নের** ভিতর যে সমস্ত প্রতিরূপ আমরা দেখি সেগুলিরও মূলে আছে অবদমিত বাসনা। এক ব্যক্তি

২৬ ফ্রয়েডের চিকিৎসাধীন এক রোগিনী ঘুমাইবার পূর্বে অতি যত্নে সকল ঘড়ি বন্ধ করিয়া দিতেন অথবা শুইবার ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিতেন—এমন কি ক্ষুদ্র রিষ্ট-ওয়াচও বাদ যাইত না। কাঁচের ফুলদানী, গ্লাস ইত্যাদি সব নামাইয়া জড় করিয়া রাখিতেন পাছে তাহারা পড়িয়া গেলে শব্দ হয়। ফ্রয়েড্ মনঃসমীক্ষণের ফলে আবিষ্কার করেন যে, তাহার এই আচরণের কারণ তাহার নির্জ্ঞানে সুপ্ত কামজ বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। (Freud, *Introductory Lectures*, pp. 224-25).

লিখিতে বা বলিতে বা পড়িতে একটি বিশেষ ভুল কেন করিল তাহার কারণ যেমন নির্জ্ঞানস্তরে নিহিত থাকে, সেই অর্থে একজন ব্যক্তি স্বপ্নে যে এক বা একাধিক বিশেষ প্রতিরূপ কেন দেখিল তাহার কারণও নির্জ্ঞানস্তরে পাওয়া যায়।

(৫) আবার ব্যক্তি-বিশেষ নিজের ভাবপ্রকাশের জন্য মুখের ও দেহের অন্যান্য অংশের যে সব ভঙ্গিমা (phenomena related to facial and other expressive movements) দেখায়, সেগুলিও নির্জ্ঞানস্তরের বাসনা দ্বারা প্রেষিত।[২৭]

আমরা উপরের যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, তাহাতেই বুঝা যায় যে, ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্‌গণের মতে কিরূপ ব্যাপকভাবে নির্জ্ঞান বাসনা আমাদের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলি নানাভাবে নিজেদের 'আবৃত' বা 'গুপ্ত' রাখে এবং তাহার ফলে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংজ্ঞানস্তরে বিন্দুমাত্র অবগতি থাকে না।[২৮]

সমালোচনা :

(১) ফ্রয়েডীয় মতবাদ সকল মনোবিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে ; বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় কামের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা সকলে গ্রহণ করেন না। আমাদের প্রেষণার মূলে 'কাম' ব্যতীত অন্য জৈব প্রয়োজন বা সহজাত বৃত্তিও থাকিতে পারে (যেমন, ক্ষুধার তাড়নাতেও আমরা অনেক কার্য করিতে পারি)।[২৯]

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কার্যগুলি অনেক সময় বাহ্য পরিবেশের প্রতিক্রিয়ারূপে সাধিত হয়। যেমন, আড্‌লার্ বলেন যে, বাহ্য পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে অনেক শিশুই নিজেকে 'হীন' (inferior) বোধ করে এবং এই হীনতা-বোধের বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে তাহার ব্যক্তিত্ব

২৭ Freud, *Collected Works*, Vol. XIII, p. 166 দ্রষ্টব্য।

২৮ তুলনীয় : "Psychoanalysts believe that not only is there much duplicity and concealment about motives, but most persons actually *know very little about their own motivations*." (Lindesmith & Strauss, *op. cit.*, p. 287).

২৯ মার্ক্সবাদের মতে সমাজের বিবর্তন এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মার্ক্সবাদ ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিপরীত।

গঠিত হয়। (পৃঃ ১২১-২৩ দ্রষ্টব্য)। আড্‌লারের মত সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু আমাদের প্রেষণা তথা ব্যক্তিত্বের মূলে যে সামাজিক পরিবেশের বিপুল প্রভাব আছে সেইদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং উহা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব অবহেলা করা ফ্রয়েডীয় মতবাদের অন্যতম ত্রুটি বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৩) তৃতীয়তঃ, ফ্রয়েড্‌ প্রেষণার ব্যাখ্যার জন্য ব্যক্তি-বিশেষের অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন; অর্থাৎ ফ্রয়েড্‌ মনে করেন যে, প্রেষণার মূলে যে অবদমিত বাসনা কার্য করে তাহা শৈশবের এমন কোন কামজ বাসনা (infantile libidinous desire) যাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া অবদমিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি কৃপণতা, খুঁটিনাটির উপর জোর দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রেষণায় প্রকাশ পাইলে উহাদের সহিত পায়ুকামের সংযোগ আছে বলেন, বা আক্রমণাত্মক প্রেরণার সহিত মুখকামের সংযোগ আছে বলেন (পৃঃ ২৯২ দ্রষ্টব্য)। এই মতের বিরোধিতা করিয়া গর্ডন আল্‌পোর্ট বলেন যে, প্রেষণা অতীতের নহে—সকল প্রেষণাই বর্তমানের (all motivation is contemporary)। পরিণতবয়সের সকল প্রেষণ কোন একটি জৈব প্রয়োজনে বা সহজাত বৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না—তাহারা কার্মিক স্বাধীনতা (functional autonomy) লাভ করে (পৃঃ ২৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য)। শৈশবের প্রেরণাসমূহের সহিত পরিণতবয়সের প্রেষণার যে সংস্রব তাহা ঐতিহাসিক সংযোগ (historical contact) মাত্র, কার্মিক সম্বন্ধ (functional relation) নহে।

তাহা ছাড়া, সকল প্রেষণাকে অতীত বা শৈশবের বাসনার সহিত সংযুক্ত করা চলে না। ফ্রয়েড্‌ নিজেই উদাহরণ দিয়াছেন যে, যদি কোন সভার সভাপতি সভার প্রারম্ভে ভুলক্রমে বলিয়া ফেলেন যে, সভার কার্য শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সভা দীর্ঘস্থায়ী হউক্‌ ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শৈশবের কামের সহিত সভা পরিচালনায় অনিচ্ছার কী প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকিতে পারে?

(৪) ফ্রয়েড্‌ উদ্দেশ্য (motive) এবং প্রেষণা (motivation) এই দুইটিকে 'পূর্ববর্তী কারণ' (cause) এবং 'ভবিষ্যতের সম্ভাব্য লক্ষ্য' (purpose) এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক অনেক

লেখকই উদ্দেশ্যকে 'কারণ' হিসাবে বর্ণনা করেন না (পৃঃ ৩৬৯ দ্রষ্টব্য); কিন্তু ফ্রয়েড্ এই পার্থক্য অগ্রাহ্য করিয়া উদ্দেশ্য ও প্রেষণা পদদ্বয়কে দ্ব্যর্থবোধক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।[৩০]

(৫) পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, আমাদের উদ্দেশ্য এবং প্রেষণার প্রকার ভেদ আছে। আমাদের সকল উদ্দেশ্যই নির্জ্ঞানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, সকল প্রেষণার মূলেই অবদমিত বাসনা কার্য করে, ইহা বলিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হইবে। **যেখানে সংজ্ঞান বাসনা** (conscious wish)-এর **আলোকে কোন প্রেষণার সুষ্ঠু, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে তাহাই গ্রহণ করা উচিত; আর যেখানে তাহা পাওয়া যায় না, সেখানে নির্জ্ঞানস্তরের বাসনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া উহার মাধ্যমে প্রেষণার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা উচিত।**[৩১]

৫। বিবিধ উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক শক্তি (Relative strength of motives):

মানুষ নানা উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কার্য করে এবং এই সকল উদ্দেশ্যের শক্তি বা তীব্রতা সমান নহে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কেহ কেহ বলেন যে, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষুধার নোদনা বা তাড়না সর্বাপেক্ষা তীব্র; মনঃসমীক্ষণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপর এক দল বলেন যে, মানুষ যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে না পারার জন্য তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়, সেইগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের

৩০ তুলনীয়: "Freud's ordinary concept of unconscious motive is both of cause behind and purpose in the neurotic condition..." (MacIntyre, *The Unconscious*, pp. 61-62).

৩১ R. S. Peters-এর মত লক্ষণীয়: ".....there is a kind of gradation in the relevance of explanations in terms of unconscious wishes. Some actions have such obvious and acceptable reasons that reference to unconscious wishes seems grotesquely out of place...Then there are actions where the stated reason is *unconvincing*. In such cases the first move is usually to look round for a *concealed* conscious motive...But often there is no such concealed reason; and in such cases we have recourse to *unconscious wishes* which are *sufficient* to explain what he does." (*The Concept of Motivation*, p. 61).

সকলেরই মূলে কাম (libido) আছে। এই মতবিরোধের সমাধান করা দুরূহ, কারণ মানুষের উদ্দেশ্য বহু ঘটনার সমাবেশে নির্ধারিত হয় এবং এইজন্য কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সূত্র দেওয়া উচিত নহে। অনেক সময় একই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়; যেমন, যখন হঠাৎ কোথায় আগুন লাগে, তখন কেহ বা নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে, কেহ বা নিজের কথা না ভাবিয়া কোন প্রিয়জনের বা এমন কি নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে; আবার কেহ বা ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। আবার, একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কার্য করে—এক সময়ে যে ব্যক্তি আত্মসংযমী ছিল, সেই হয়ত' অন্য সময় রিপুপরবশ হইয়া কার্য করিয়া বসিল। তাহা ছাড়া, আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মানুষ কেবল জৈব প্রয়োজন দ্বারা চালিত হয় না—বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ তাহার জীবনকে রূপায়িত করে। আবার জৈব প্রয়োজনগুলি শিক্ষা-নিরপেক্ষ হইলেও তাহাদের চরিতার্থতার উপায় শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং মানুষের উদ্দেশ্যগুলির তীব্রতা প্রাখর্য অনুসারে সাজাইয়া একটি সর্বজনপ্রযোজ্য তালিকা রচনা করা সম্ভব নহে।

এইজন্য অনেক মনোবিদ্ মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষণের মাধ্যমে নোদনা ও প্রয়োজন (drives & needs)-এর তীব্রতা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ ইহাদেরই ক্ষেত্রে নোদনা ও প্রয়োজনসমূহকে অপেক্ষাকৃত "শুদ্ধ" অবস্থায় পাওয়া যায়।

কতকগুলি ইঁদুরকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ক্ষুধা ও যৌনবৃত্তি তৃপ্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। তাহার পর তাহাদের ঐ দুইটি বৃত্তিকেই পরিতৃপ্তির সুযোগ দান করা হয়। ইহার ফলে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৭টি ইঁদুর প্রথমেই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ক্ষুধার তাড়না কামের তাড়না অপেক্ষা তীব্রতর। এখানে অবশ্য কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ২৪ ঘণ্টা ইঁদুরগুলিকে উপবাসী রাখিয়া তাহাদের দেহ তথা যৌনকামনাকে দুর্বল করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

এই বিষয়ে একটি সন্তোষজনক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ওয়ার্ডেন (C. J. Warden)। এই পদ্ধতিটিতে একটি কৃত্রিম বাধাদানের ব্যবস্থা আছে এবং ইহাতে

লক্ষ্য করা হয় যে, বিশেষ বিশেষ নোদনার প্রভাবে কতবার ইঁদুরগুলি বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এস্থলে অনুমান করা হয় যে, নোদনার তীব্রতা বাড়িলেই ইঁদুরগুলি বাধাকে অগ্রাহ্য করিবে।

এখানে পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত বাক্সটি এইরূপ। উহার একটি প্রান্তের কক্ষে ইঁদুরকে রাখা হয়, অপর প্রান্তের কক্ষে উদ্দীপক বা প্ররোচক (যথা, খাদ্য, জল, সঙ্গী ইত্যাদি) রাখা হয় এবং মধ্যস্থলে থাকে বাধা-কক্ষ (obstruction compartment)—ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ধাক্কা বা 'শক্' দিবার ব্যবস্থা থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, মাতৃত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা—এই কয়েকটি নোদনা সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়। ইহাদের একটিমাত্র নোদনা বা প্রয়োজনকে অতৃপ্ত রাখিয়া ইঁদুরটিকে স্বীয় কক্ষে রাখা হয় এবং অপর প্রান্তের কক্ষে (অর্থাৎ Reward Chamber বা পুরস্কার কক্ষে) ঐ বিশেষ প্রয়োজনকে তৃপ্ত করিবার উপায়ের ব্যবস্থা করা থাকে (যেমন, ক্ষুধার ক্ষেত্রে খাদ্য রাখিবার ব্যবস্থা থাকে)। এক একটি নোদনাকে অতৃপ্ত রাখিয়া দেখা হয় যে, ইঁদুরটি বাধা-কক্ষ অতিক্রম করিবার কতবার চেষ্টা করিতেছে। (নিম্নস্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

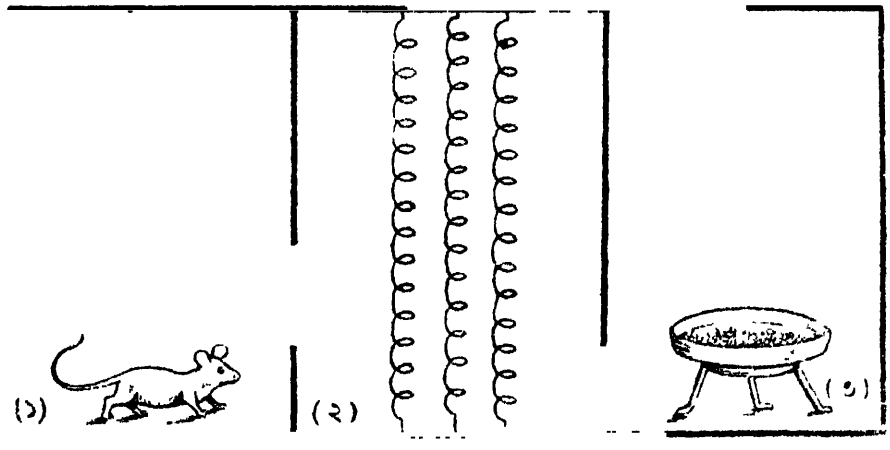

বিভিন্ন নোদনার আপেক্ষিক তীব্রতা নির্ধারণ সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ১নং কক্ষে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুর আছে এবং ৩নং কক্ষে তাহার আহার্য দ্রব্য আছে। ২নং কক্ষ হইল 'বাধা-কক্ষ'—ইহার মধ্য দিয়া যাইবার কালে ইঁদুরটি তাড়িত শক্তির অভিঘাত (electric shock) পাইবে। ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে ইঁদুরটি এই বাধা অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিবে।

ওয়ার্ডেন্ কর্তৃক পরিচালিত ২৩ মিনিট কাল ব্যাপী পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ :

নোদনা (Drive)	বাধা-কক্ষ অতিক্রমের চেষ্টার গড়পড়তা হার (Average number of Crossings)	কত ঘণ্টা বঞ্চিত ছিল (Hours of Deprivation)
মাতৃত্ব ...	২২·৪ ...	০
তৃষ্ণা ...	২০·৪ ...	২৪
ক্ষুধা ...	১৮·২ ...	৯৬
কাম ...	১৩·৮ ...	২৪
অনুসন্ধিৎসা ...	৬·০ ...	০
কোন প্ররোচক নাই ...	৩·৫ ...	০

এই পরীক্ষার ফল বিবিধ প্রেষণার তীব্রতার উপর আলোকপাত করে। সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও দেখা যায় যে, অতি অল্পদিনই মানুষ জল ব্যতীত বাঁচিতে পারে, খাদ্য ব্যতীত আরও কয়েকদিন বাঁচিতে পারে এবং যৌন কামনাকে অতৃপ্ত রাখিয়া অনির্দিষ্ট কাল থাকিতে পারে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঐচ্ছিক ক্রিয়া

১। ক্রিয়ার প্রকার ভেদ (Different kinds of Action) :

মানুষ কর্মশীল জীব—সে সর্বদাই কোন-না-কোন কর্মে নিযুক্ত থাকে। মানুষের কর্মকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—**ঐচ্ছিক** (voluntary) এবং **অনৈচ্ছিক** (non-voluntary)। **ঐচ্ছিক ক্রিয়া-সমূহ আমাদের ইচ্ছাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আমরা ঐ সকল ক্রিয়া করিতেও পারি বা নাও করিতে পারি।** অপরপক্ষে, **অনৈচ্ছিক ক্রিয়াসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, এবং সেই কারণ উহারা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে—আমাদের দেহ-মনের সংগঠন এইরূপ যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমরা ঐরূপ কার্য করিতে বাধ্য হই।** যেমন, আমি এখন পড়িতে বসিয়াছি—ইহা আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়া ; এই কার্য না করিয়া আমি অন্য কোন কার্য (যেমন, গল্প করা, তাস খেলা ইত্যাদি) করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার চোখের উপর যদি হঠাৎ এক ঝলক আলো আসিয়া পড়ে, আমি তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিয়া ফেলি—ইহা হইল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (কারণ এই ক্রিয়াটি আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী নহে)।

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ আলোচনা করিব।

২। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ ও বিশ্লেষণ (Voluntary Activity —its nature and analysis) :

যে কার্যের উদ্দেশ্য এবং উপায় আমরা স্বেচ্ছায় নির্বাচন[১] করিয়া লই তাহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া মাত্রেরই একটি 'সামগ্রিক রূপ' আছে, তবে উহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা তিনটি স্তরের

১ সকল লেখক মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা (Freedom of Will)-তে বিশ্বাসী নহেন ; সুতরাং তাঁহারা তথাকথিত ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছাধীন এই কথা স্বীকার করেন না।

মধ্য দিয়া যায়: **মানসিক স্তর** (mental stage), **দৈহিক স্তর** (bodily or physical stage) এবং **দেহাতিরিক্ত বা বাহ্য স্তর** (extra-bodily or external stage)।

মানসিক স্তর—

বাহ্য জগতে কোন ক্রিয়া প্রকাশমান হইবার পূর্বে মনোজগতে একটি 'প্রস্তুতি' চলে; ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রস্তুতি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হইতে পারে।

(ক) অভাবের তাড়না—

কোন কার্য করিবার পূর্বে একটি **প্রয়োজন** বা **অভাব** অনুভূত হয় এবং ঐ প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা কার্য করিয়া থাকি। কারণ ঐ প্রয়োজন বা অভাব হইল এক অপ্রীতিকর বা অস্বাচ্ছন্দ্যকর অনুভূতি এবং এই অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা হইতে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

এই অভাব বর্তমানেরও হইতে পারে, অথবা ভবিষ্যতেরও হইতে পারে: যেমন, এখন আমি আলোর অভাবে পড়িতে পারিতেছি না, সুতরাং আমি আলো জ্বালিয়া দিলাম—ইহা হইল বর্তমানের অভাব। আবার ভবিষ্যতে অর্থের অভাব যেন না ঘটে সেইজন্য যখন আমি অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করি, তখন ভবিষ্যতের অভাবের কল্পনা করিয়া বর্তমানে কার্য করি।

এই অভাব কর্তার (agent-এর) নিজের অভাব হইতে পারে, অথবা অন্য কাহারও যাহার সহিত সে একাত্মভাব বোধ করে তাহার অভাব হইতে পারে। যেমন, পিতামাতা স্বীয় পুত্রকন্যাদের অভাব নিজেদের অভাবের তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। সেইরূপ একজন বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত একাত্মভাব বোধ করিয়া তাহার অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

(খ) বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে ধারণা—

কেবলমাত্র অভাব বোধ করাই কার্যসাধনের জন্য পর্যাপ্ত নহে; কোন্ বস্তু পাইলে অভাব দূরীভূত হইবে, তাহাও স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ **বস্তু-সম্বন্ধে ধারণা** প্রয়োজন। যেমন, ক্ষুধার তাড়না থাকাই যথেষ্ট নহে,

কিভাবে বা কোন্ খাদ্যদ্বারা উহা দূর করা যাইবে, তাহাও চিন্তা করিতে হইবে[২]।

(গ) কামনা—

আবার অভাব দূর করিবার উপযুক্ত বস্তু চিন্তা করাই যথেষ্ট নহে—ঐরূপ বস্তু পাইবার জন্য একটা **কামনা** বা **বাসনা** (desire) থাকা প্রয়োজন। যেমন, 'ক্ষুধা পাইয়াছে, অতএব খাদ্যের প্রয়োজন', 'অন্ধকার হইয়াছে, অতএব আলোর প্রয়োজন'—এইরূপ চিন্তা করাই যথেষ্ট নহে; প্রয়োজনের উপযুক্ত বস্তু পাইবার জন্য কামনা থাকা আবশ্যক। **কামনার ভিতর যে তীব্র তাড়না থাকে তাহাই ব্যক্তি-বিশেষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে।**

(ঘ) কামনা-বিরোধ—

অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে যে, একাধিক কামনা একই সময়ে আমাদের মনে দেখা দেয় এবং **ঐ সকল কামনা এইরূপ বিপরীতধর্মী হয় যে, তাহাদের একই সময় পূরণ করা সম্ভব নহে।** এই ক্ষেত্রে কামনাগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন কামনাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হয়, আবার কোন কোন সময় কামনা-বিশেষকে একেবারে পরিহার করিতে হয়। যেমন, এমন হইতে পারে যে, একজন ছাত্রের বাৎসরিক পরীক্ষা সমাগতপ্রায় এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পড়িতেছে। এমন সময় সে খবর পাইল যে, তাহার এক নিকট আত্মীয় অত্যন্ত পীড়িত এবং তাঁহার পরিচর্যার জন্য উহার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আবার যখন সে ভাবিতেছে যে, পরীক্ষার জন্য পড়িতে থাকিবে, অথবা ঐ পীড়িত আত্মীয়ের নিকট যাইবে, তখন হয়ত' আর এক বন্ধু আসিয়া তাহাকে কয়েকদিনের জন্য প্রমোদভ্রমণে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কামনা, অসুস্থ আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করার কামনা এবং প্রমোদভ্রমণজনিত আনন্দলাভের কামনার

---

২ আমরা উপরে বলিলাম যে, প্রথমে অভাববোধ জাগে এবং পরে উপযুক্ত বস্তু সম্বন্ধে ধারণা হয়; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এমনও হয় যে, কোন বস্তুকে দেখিয়া উহা পাইবার ইচ্ছা জাগে এবং উহা না পাওয়া পর্যন্ত অভাববোধ থাকে। যেমন, হঠাৎ কোন বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেখিয়া অথবা ঐ বস্তুটিকে দেখিয়া তাহা পাইবার তীব্র কামনা দেখা দিতে পারে।

মধ্যে বিরোধ দেখা দিল, কারণ একটি কামনা পূর্ণ করিতে হইলে আর একটি কামনা সেই একই সময় পূর্ণ করা চলে না। সুতরাং এখানে **কামনা-বিরোধ** (conflict of desires) অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ অফিসের এক দরিদ্র কর্মচারীর পুত্র অত্যন্ত পীড়িত এবং অর্থের অভাবে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না, অথচ পুত্রের আরোগ্য তিনি একান্তভাবে কামনা করেন। ঐ ব্যক্তি তখন তাঁহার নিকট অফিসের গচ্ছিত অর্থ অপহরণ করার চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আবার নৈতিক জীবন যাপনের জন্যও একান্ত আগ্রহ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রের আরোগ্য-কামনার সহিত সুনাম এবং নৈতিক জীবনযাপনের কামনার বিরোধ দেখা দিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তথাকথিত কামনা-বিরোধের অর্থ নহে যে, মনোমধ্যে একটি 'যুদ্ধক্ষেত্র' আছে, বিবিধ কামনাগুলি তথায় যুধ্যমান এবং 'অহং' নামক একটি পৃথক্ দ্রষ্টা আছে। ইহার অর্থ হইল অহং-এর নিজের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মদ্বন্দ্ব[৩]। এরূপ অবস্থায় 'অহং' বিরোধী কামনাগুলির একটি লইয়া বিচার করে—ঐ কামনা পূর্ণ হইলে কী পরিণতি হইবে তাহা চিন্তা করে; আবার অন্য কামনাগুলি লইয়াও অনুরূপ চিন্তা করে। এইভাবে সম্ভাব্য পরিণতিগুলি (possible consequences) লইয়া অহং বিচার করে এবং তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে[৪]।

৩ মহাকবি শেক্সপীয়র মনের এইরূপ অবস্থাকে রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :

".....and the State of man
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection." (*Julius Cæsar*, II, i)

৪ অধ্যাপক ডিউই (Dewey) তথাকথিত 'conflict of desires'-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : "It is a strife or conflict which goes in the man himself —*it is the conflict of himself with himself*; it is not a conflict of himself with something external to him, nor of one impulse with another, he meanwhile remaining a passive spectator awaiting the conclusion of the struggle. What gives the conflict of desires its whole meaning is that it represents the man at strife with himself. He is the opposing contestants as well as the battlefield." (*Psychology*, pp. 364, 365).

অধ্যাপক স্টাউট (Stout) এইরূপ অবস্থাকে 'self deliberation' বলিয়াছেন এবং

অবশ্য কামনা-বিরোধের সময় আমরা যে সকল সময়ই 'শুদ্ধ যুক্তি' দ্বারা পরিচালিত হই, তাহা নহে আমরা সাময়িক উত্তেজনা দ্বারাও পরিচালিত হইয়া থাকি।

(৬) নির্বাচন—

মন অনেকক্ষণ ধরিয়া বিরোধী কামনাগুলির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। বিরোধমাত্রই বেদনাদায়ক এবং মন এই বিরোধের অবসান চাহে। বিরোধী কামনাগুলির মধ্যে যেটি ব্যক্তি-বিশেষের মনের স্বাভাবিক ধর্মের অনুকূল বা তদবস্থায় মনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কোন কিছুর দাবী মিটাইতে পারে, মন সেইটিকেই সাধারণতঃ **নির্বাচন** করিয়া লয়। কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goal বা end) নির্বাচনই যথেষ্ট নহে ; মন উহার সহিত উপায়ও (means) নির্বাচন করে। সুতরাং ঐ উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করার ফলে যে পরিস্থিতিটির উদ্ভব হইবে বলিয়া কর্তা বা সাধনকারী (agent) মনে করে, সেই সমগ্র পরিস্থিতিটিই তাহার সঙ্কল্প বা অভিপ্রায় (intention)-এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) দৈহিক পর্যায়—

বাসনাটি নির্বাচিত হইবার ফলে উহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য **দেহকে নানাভাবে চালনা করা** প্রয়োজন ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির এই চালনা সম্ভব হয় যখন মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor centre) হইতে আবশ্যকীয় শক্তি বহির্মুখী স্নায়ুপথে পেশী ইত্যাদিতে চালিত হয়।

(৩) দেহাতিরিক্ত বা বাহ্য অবস্থা—

কর্তা যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজন অনুসারে চালিত করিতে পারে, তাহা হইলেই **বাহ্য জগতে আবশ্যকীয় পরিবর্তন**

ঐরূপ অবস্থাকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন : "I contemplate myself as I shall be if I put it in execution, so as to make it part of my actual life history, and on the other hand I contemplate myself as I shall be if I leave it undone. I follow out this representation of a hypothetical self in more or less detail, until that turning-point in the process which is called 'voluntary decision' emerges." (*A Manual of Psychology*, pp. 631-32).

ঘটাইয়া সে কার্যটি সম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং ইহাই হইল কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার শেষ পর্যায়।

৩। উদ্দেশ্য, কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প (Motive, Desire, Wish, Intention and Will) ঃ

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণকালে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পদ ব্যবহার করিয়া থাকি,—যেমন, উদ্দেশ্য, কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প। এই সব পদের অর্থ খুব বেশী সুনির্দিষ্ট নহে এবং অনেক সময় একটি পদ অন্য পদের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আমরা পূর্বে (পৃঃ ৩৬৬) **উদ্দেশ্য** (motive) পদটি ব্যাখ্যা করিয়াছি। কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া সাধনের পশ্চাতে থাকে কোন উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে এই বিশ্বাস থাকে বলিয়া উহা লাভের চেষ্টা করি। উদ্দেশ্যের নিজস্ব একটি আকর্ষণী শক্তি থাকে বলিয়া আমরা উহার প্রভাবে কার্য করি; উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে উদ্দেশ্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা (যাহা সুস্পষ্ট না হইলেও অন্ততঃ অস্পষ্ট-ভাবে থাকে) এবং অনুভূতি।

আমরা উপরে সম্ভাব্য কামনা-বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই কামনা-বিরোধের পূর্বেও বিবিধ লক্ষ্য থাকে। 'উদ্দেশ্য'-পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে এই প্রকার সকল লক্ষ্যকেই বুঝায়। তবে 'উদ্দেশ্য'-পদটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই সমীচীন। যেখানে কামনা-বিরোধ ঘটে, সেখানে 'উদ্দেশ্য' বলিতে কামনা-বিরোধের অবসানের পর নির্বাচিত লক্ষ্যকে বুঝায়। কারণ এইরূপ একটি সুনির্বাচিত উদ্দেশ্যই আমাদের কার্যের পথে চালিত করে।[৫]

কামনা (desire) বলিতে বুঝায় কোন কিছুর জন্য স্পৃহা। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা 'ক্রিয়াত্মক ঘটনা' (active phenomenon)। যখন আমরা কোন কিছু কামনা করি, তখন মনোরাজ্যে একটি তান (tension)-এর সৃষ্টি হয় এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য মন একটি সক্রিয়-

৫ ইংরাজী 'motive' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'that which moves us' বা 'moving force'; এই জন্য Dewey বলিয়াছেন: "a desire when *chosen* becomes a *motive*". (*Psychology*, p. 366).